দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ২৪ নভেম্বর - ২০১৪।। ৭ অগ্রহায়ণ - ১৪২১।।
website : www.eswastika.com

মুর্শিদাবাদ কি রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে?

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা
(২০০১ সেন্সাস অনুসারে)
২৫.২৫

মুর্শিদাবাদে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা
(২০০১ সেন্সাস অনুসারে)
৬৩.৬৭

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
(২০১১ সেন্সাস অনুসারে)
১৩.৯৩ শতাংশ

মুর্শিদাবাদে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
(২০১১ সেন্সাস অনুসারে)
২১.০৬ শতাংশ

- মুর্শিদাবাদ জেলা অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও জাল-নোটের স্বর্গরাজ্য।
- সাম্প্রতিক এন আই এ তদন্তে এই জেলাতেই পরীক্ষিত রকেট লঞ্চারের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেছে।

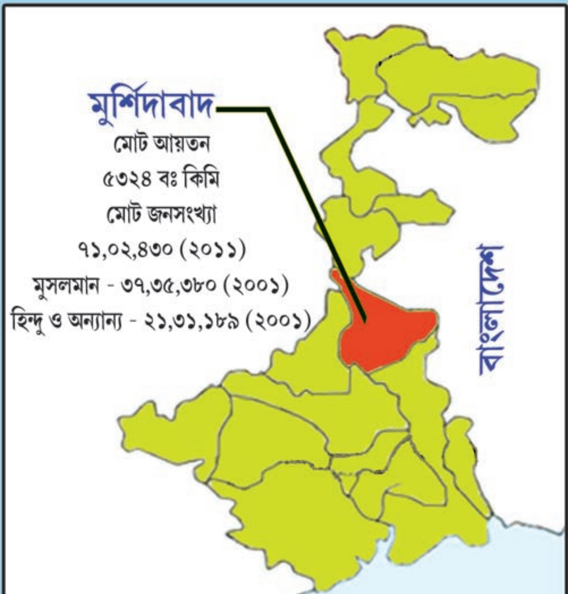

সূত্র : www.muslimsocieties.org

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২৪ নভেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-১০

খোলাচিঠি : কালীঘাটে খুলছে উপাচার্য প্রশিক্ষণ পাঠশালা
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে ধর্মীয় রক্ষা কবচের আশ্রয় চাওয়া অনৈতিক
▯ কে এন মণ্ডল ▯ ১২

মুর্শিদাবাদ কি রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে?
▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ১৪

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমরা... ▯ নীতীন রায় ▯ ১৯

উপোসের উপযোগিতা ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২১

প্রাচীন ভারতের নারী-রাজ্য ▯ শতভিষা সরকার ▯ ২২

ওডিশা নামের উৎস সন্ধানে মহাকাল পর্বত
▯ রাজকুমার জাজোদিয়া ▯ ২৩

নিছক তৈলমর্দন না করেও জাতীয় মহাপুরুষদের স্মরণ করা যায় ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৭

তৃণমূলের দানছত্র, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও শিক্ষক বঞ্চনার করুণ চিত্র
▯ আর্যভট্ট ▯ ২৯

ভারতের সংসদ আক্রমণের মডেলে কানাডা জঙ্গি আক্রমণের টার্গেট ▯ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

প্রকাশিত হবে
১ ডিসেম্বর
২০১৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মিশন কাশ্মীর

অরক্ষিত ভূ-স্বর্গ এবার সুরক্ষিত করার পালা। দেশজুড়ে যখন প্রবল জাতীয়তাবাদী শক্তির ঢেউ উঠেছে তখন তার উত্তাল তরঙ্গ আছড়ে পড়ল কাশ্মীরেও। স্বাধীনোত্তর ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আর তাদের মদতদাতাদের প্রভাবে জঙ্গি নাগপাশে আবদ্ধ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর এই প্রথমবারের জন্য মুক্তির স্বাদ পেতে চাইছে। কেন্দ্রবিন্দুতে বিজেপির মিশন কাশ্মীর। লিখেছেন— **তথাগত রায়, সঙ্গে থাকছে কাশ্মীর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অবিনাশ রায় খান্না'র সাক্ষাৎকার ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি।**

প্রকাশিত হবে
১ ডিসেম্বর
২০১৪

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

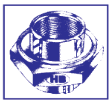

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

নেহরু জয়ন্তী ও কংগ্রেসের ঘৃণ্য রাজনীতি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ব্রাত্য রাখিয়া সোনিয়া গান্ধী ও তাঁহার পুত্র রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস দিল্লীর তালকোটরা ইনডোর স্টেডিয়াম ও বিজ্ঞান ভবনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। বিশ্বের ১৯টি দেশের সমমনোভাবাপন্ন যে ৫১ জন রাজনীতিককে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতারাও রহিয়াছেন। যে চীনা কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতায় পণ্ডিত নেহরুর অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, সেই চীনা বিশ্বাসঘাতকদের আমন্ত্রণ জানাইয়া সোনিয়া ও তাঁহার পুত্র রাহুল গান্ধী দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার এক নজির গড়িলেন না কি? প্রশ্ন হইল, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদকে এইভাবে হেনস্থা ও খাটো করিবার অধিকার কংগ্রেস সভানেত্রীকে কে দিয়াছে? এই বিদেশিনী বিবাহসূত্রে গান্ধী পরিবারের বধূ হওয়ার সুবাদে দাদাশ্বশুরের নাম জানিলেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বকে বোধহয় এখনও আত্মস্থ করিতে পারেন নাই। কেননা তাহা হইলে এমন নিম্নস্তরের রাজনীতি করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের এই প্রয়াস ভারতের ভাবমূর্তি ও দেশের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করিয়াছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ না জানাইবার পক্ষে তাঁহাদের যুক্তি হইল— নেহরুর জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে তাহা গান্ধী পরিবার ও কংগ্রেসের নিজস্ব বিষয়। এই যুক্তির প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে যে পণ্ডিত নেহরু ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—বিশেষ কোনো দল বা পরিবারের নহে। স্বাধীনতার ৬৭ বৎসর পরেও কংগ্রেস বংশবাদ ও পরিবারতন্ত্র হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। কংগ্রেসে শুধু গান্ধী-নেহরু পরিবারের সদস্য হইলেই তাঁহাদের সম্মানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সড়ক-সেতু নামাঙ্কিত হয়— অন্যান্য অনেক বরেণ্য নেতারা তুলনায় ব্রাত্যই থাকিয়া যান। নরেন্দ্র মোদী জাতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার স্বার্থে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো বরেণ্য নেতাদের ইতিহাসের গহ্বর হইতে তুলিয়া আনিয়া প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেসের কাছে ইহা বিব্রতকর হইতে পারে, কিন্তু দেশের সুসন্তানদের সম্মান প্রদর্শন জাতীয় কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী সেই কাজই শুরু করিয়াছেন।

অন্যদিকে, বিজেপি ও তাহার শরিকদলগুলিকে আমন্ত্রণ না জানাইয়া কংগ্রেসের সোনিয়া-রাহুল গান্ধী নেহরুর জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানটিকে রাজনীতির আখড়ায় পরিণত করিয়াছেন। বিজেপি-কে রুখিতে একদিকে যেমন বামদলগুলিকে অন্যদিকে তেমন আঞ্চলিক দলগুলির নেতা মুলায়াম, মায়াবতী, লালুপ্রসাদ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। ইহা আজ সকলেরই জানা, মুলায়ম নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পার্টির রাজত্বে উত্তরপ্রদেশে গত চার বছরে অন্তত ১০০ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটিয়াছে। আর বিহারে দুর্নীতি ও জাতপাত রাজনীতির মূল প্রবক্তাই হইলেন লালুপ্রসাদ। বামদলগুলি আজ অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখোমুখি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেটলি ঠিকই বলিয়াছেন, একদা যাঁহারা নেহরুকে বাতিল করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই আমন্ত্রিত। মোদীর রাজনৈতিক আগ্রাসন হইতে আত্মরক্ষার তাগিদেই সোনিয়া এইসব মোদী-বিরোধীদের একত্রিত করিতে চাহিতেছেন, গালভরা ধর্মনিরপেক্ষ মহাজোটের স্লোগান দিতেছেন। ইহাকে ঘৃণ্য রাজনীতি ছাড়া আর কীই বা বলা যাইতে পারে?

সুভাষিত

কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
ব্যসনেন তু মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা।।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাব্য ও শাস্ত্র আলোচনায় আনন্দলাভ করে সময় অতিবাহিত করেন আর মূর্খরা বদভ্যাস, ঘুমিয়ে ও বিবাদ করে সময় কাটান।

কাঠগড়ায় শাসকদল

বীরভূমের সংঘর্ষ নিছক রাজনৈতিক নাকি দেশবিরোধিতার অশনি সঙ্কেত?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাজ্যের নতুন জঙ্গি-আস্তানা কি তবে বীরভূম? গোয়েন্দা-সূত্রের ওপর ভিত্তি করে তথ্যাভিজ্ঞমহল এমন আশঙ্কাই করছেন। বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ডের পর রাজ্যের প্রতিটি জেলাই জঙ্গিদের নিরাপদ ডেরায় পরিণত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। কিন্তু বীরভূমে প্রতিনিয়ত যে সংঘর্ষের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে তার পেছনে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, গত বছরে বীরভূম থেকে উদ্ধার হয়েছে ২২৫০টি বোমা। এই তালিকায় বীরভূমের ওপর একটি মাত্র জেলা মুর্শিদাবাদ। খাগড়াগড় কাণ্ডের পেছনে যেমন বাংলাদেশি জঙ্গিদের হাতের কথা তদন্তে উঠে এসেছে, তেমনি বীরভূমের অনেক সংঘর্ষে এদের নেপথ্যে ভূমিকা থাকতে পারে বলে আশঙ্কা, আর এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের অপরিণামদর্শী নীতিকেই দায়ী করা হয়েছে। রাজ্যপুলিশের আত্মরক্ষার্থে বা রাজ্যবাসীর প্রাণ-মানসম্ভ্রম বাঁচাতে প্রয়োজনে অস্ত্র তুলে নেবার প্রথা ছিল, তৃণমূলী সরকারের সৌজন্যে বর্তমানে তা পরিবর্তিত। তাই বীরভূমে একের পর এক ঘটনায় পুলিশ আক্রমণের সম্মুখীন হলেও ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকা নেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকছে না। গত ৩ জুন তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমায় গুরুতর আহত হন দুবরাজপুর থানার এস আই অমিত চক্রবর্তী। প্রায় দু' মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর তিনি প্রাণ হারান। এই প্রেক্ষিতে ভাবা গিয়েছিল রাজ্য বোধহয় অবস্থান কঠোর করবে।

কিন্তু কোথায় কী। তারপর গত চার-মাসে অন্তত ন'টি পুলিশের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। আর প্রতিবারই পুলিশ চুপ করে মার হজম করেছে। এই প্রেক্ষিতেই তথ্যাভিজ্ঞমহলের আশঙ্কা একে নিছক রাজনৈতিক হামলার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। এর পেছনে সীমান্ত-পারের বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির মদত অবশ্যম্ভাবী। এমনিতে বীরভূমের অবস্থান বেশ জটিল। একদিকে রয়েছে মাওবাদী অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ড সীমান্ত, অন্যদিকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী কবলিত মালদা সীমান্ত। অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশি জঙ্গিদের দৌরাত্ম্য এতদিন মূলত মুর্শিদাবাদ-মালদার মতো জেলাতেই অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। অন্তত খবর প্রকাশ্যে আসার নিরিখে। কিন্তু বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ডের প্রেক্ষিতে তা আর বলা চলে না বলেই অভিমত গোয়েন্দাদের। সেই দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ-মালদার পর বীরভূমকেই তাদের 'লক্ষ্যবস্তু' হিসেবে জঙ্গিরা বেছে নিয়েছে কিনা সেই প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে একটা সময় এরাজ্যের মাওবাদীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রাজ্য-সরকারের রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্যে ও নীতিহীনতার কারণে আবার তারা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বরং মূলঘাঁটি ঝাড়খণ্ডে তারা এখন বিপর্যস্ত। ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের উৎসাহিত করতে এরাজ্যের মাওবাদীদের বীরভূমকে 'সেফ প্যাসেজ' হিসেবে ব্যবহার করার শঙ্কা তাই কোনোভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

পাড়ুই-সহ বীরভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিনিয়ত যে সংঘর্ষ হচ্ছে তাতে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় বলে তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করছেন। তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ধীরে ধীরে বিজেপি-র দিকে চলে আসছেন এবং পরবর্তীকালে এর প্রেক্ষিতে যে সংঘর্ষ রূপ নিচ্ছে তাতে বিপক্ষের যে মুসলমানরা থাকছে তারা বহিরাগত বলে অভিযোগ। এই বহিরাগতদের মূলত পরিচয় বাংলাদেশি হিসেবেই। সীমান্ত পেরিয়ে যারা এতদিন মুর্শিদাবাদ- মালদার মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে তাণ্ডব চালিয়েছে। এখন বীরভূমের প্রকৃত বাসিন্দা মুসলমানেরা তৃণমূলী সন্ত্রাসে বিজেপি-তে যোগ দেওয়ায় তৃণমূল পরিকল্পনামাফিক এই বহিরাগত বাংলাদেশি মুসলমানদের এনে সংঘর্ষ পরিস্থিতি তৈরি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে আরও জোরালো করেছে রাজ্য সরকারের থেকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ায়। তথ্যাভিজ্ঞমহল এও মনে করেন, বিশেষ কারণ না থাকলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে কেউ চায় না।

অর্থাৎ সরকারিভাবে নিষ্ক্রিয় পুলিশ (যা দলতন্ত্রের চাপে ততোধিক নিষ্ক্রিয়)-কে সাধারণভাবে আঘাত করতে চাইবে না শাসক দলের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু বাংলাদেশি মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব খাটে না। তৃণমূল-জামাত যোগের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এও বলা হচ্ছে যে রাজ্যের প্রশাসনের ওপর পূর্ব-পরিকল্পিত হামলায় সরাসরি জড়িত বাংলাদেশি মুসলমানেরা এবং তাদের পেছনে শাসকদলের একাংশেরও মদত রয়েছে। ■

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

মোদীর প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও জি-২০ দেশের সদস্যরা কালোটাকা উদ্ধারের প্রক্রিয়াকে পিছিয়ে দিল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অর্থনৈতিক ভাবে বলীয়ান ২০টি দেশ (জি-২০) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক চেষ্টাকে ব্যর্থ করে কালো টাকা সংক্রান্ত পারস্পরিক সংবাদ আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে অন্তত দু' বছর পিছিয়ে দিল। ওই সমস্ত দেশগুলির ব্যাঙ্কে হিসাব বহির্ভূতভাবে যে সমুদয় অর্থ সঞ্চিত রয়েছে তার হদিশ জানাবার জন্য ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনকে ঘিরে মোদী লাগাতার দু' দিন ধরে এই চেষ্টা চালাচ্ছিলেন বলে প্রকাশ। আলোচনার শেষে জি-২০ এর কর্ণধাররা ঘোষণা করেন সদস্য দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কালো টাকা সংক্রান্ত তথ্য ২০১৭ বা ২০১৮ সালের শেষাশেষি থেকেই জানতে সক্ষম হবে।

প্রসঙ্গত, গত বছর সেন্ট পিটার্সবাগে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত ছিল জি-২০ এর সদস্য দেশগুলি ২০১৫ সাল থেকেই কর সংক্রান্ত খবরাখবর পারস্পরিক ভিত্তিতে দেওয়া নেওয়া করতে পারবে। সর্বশেষ এই ঘোষণা সেই প্রচেষ্টায় অনেকটাই জল ঢেলে দিল বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। এই মর্মে ভারতের পক্ষে সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় Organisation of Economic Corporation & Development (OECD)- এর প্রস্তাব মোতাবেক জি-২০ সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রত্যেক দেশের ব্যাঙ্কে থাকা বিদেশি নাগরিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের খবরাখবরের আদান প্রদান অর্থনৈতিক অপরাধীদের সনাক্ত করার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে। এ প্রসঙ্গে দেশের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উভয়েই সর্বোচ্চ আদালতকে জানিয়েছিলেন বর্তমানে বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে ভারতীয় অ্যাকাউন্টধারীদের তথ্য জানার পদ্ধতি নানান জটিল শর্তে ভরা।

এই সূত্রে বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র সৈয়দ আকবরুদ্দিন বলেন, ‘‘জি-২০ এর মাধ্যমে আমরা স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োজনীয় খবরাখবর পেয়ে যাওয়ার নিয়ম চালু করতে চাইছি। কোনো অনুরোধ নয়। অনুরোধের অর্থই হচ্ছে খবর না দেওয়ার কিছুটা অধিকার সেই দেশের হাতে ছেড়ে দেওয়া।’’

জি-২০ সম্মেলন চলাকালীন মোদী জি-২০-এর ১৮টি দেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ওপর লাগাতার দাবি পেশ করে জানান যাতে সর্বাধিক দ্রুততার সঙ্গে ২০টি দেশ একত্রে একটি সাধারণ নীতি প্রণয়ন করে কর ও কালো টাকা বিষয়ক সংবাদ সহজে আদান প্রদান করতে পারে। বর্তমান সম্মেলনে ২০১৫ সালের মধ্যেই আন্তর্জাতিক কর আইনে আমূল পরিবর্তন ও সংশোধন করার ব্যাপারে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তবে এতদসত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে কর সংক্রান্ত খবরাখবর আদান প্রদান করার আইন যতক্ষণ না লাগু হচ্ছে সেই অনুরোধ উপরোধের পদ্ধতিতে উভয় দেশের আলাপ আলোচনা তদ্বিরের প্রচলিত পথেই চলা ছাড়া গত্যন্তর দেখা যাচ্ছে না। ■

ভরতুকির টাকা সরাসরি এবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ খাদ্য নিগমের (এফ সি আই) পুনর্গঠন সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান শান্তাকুমার সম্প্রতি জানিয়েছেন ভরতুকি পাওয়ার উপযুক্ত গ্রাহকের ব্যাঙ্ক খাতায় তার প্রাপ্য সরাসরি পাঠাতে পারলে দেশের খাদ্য বাবদ সরকারি খরচে কম করে বার্ষিক ৩০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এ প্রসঙ্গে শান্তাকুমার ‘স্বচ্ছ ভারত’ পরিকল্পনা খাতে শৌচাগার নির্মাণের টাকা পাঠানোর পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী ‘জন ধন যোজনা’ অনুযায়ী প্রত্যেকেরই একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকার কথা। ফলে টাকা সরাসরি সেখানে পাঠানো অনেক সুবিধেজনক। শুধু তাই নয়, এর ফলে টাকা অপাত্রে পড়া বা মাঝ রাস্তায় গায়েব হওয়ার সম্ভাবনায় ভাটা পড়বে। এফ সি আই-এর সম্পূর্ণ খোলনলচে পালটে ফেলার সরকারি উদ্যোগের প্রাথমিক শর্তই হলো সময়মত সঠিক ব্যক্তিকে ভরতুকি পৌঁছে দিয়ে চুরিচামারি আটকে দেওয়া।

প্রসঙ্গত, বাজপেয়ী জমানায় খাদ্যমন্ত্রী থাকা শ্রী কুমার জানান, দেশের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ভরতুকির খাদ্যশস্য পাওয়ার অধিকারীরা তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হন। তিনি আরও বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে গরিবিসীমার মানুষ ও গরিব চাষীর কাছে সাহায্য পৌঁছনো। এ প্রসঙ্গে শান্তাকুমার গভীর পরিতাপের সঙ্গে জানান, সরকার ৭৩ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়ার পরও দেশের চাষিরা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন। দেশের চাষিদের মধ্যে কেবল ১৫ শতাংশ বড় চাষিরাই সরকার অনুমোদিত ন্যূনতম দামের (মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস) সুবিধে হাতিয়ে নিচ্ছেন। কেননা তাঁরাই সরকারি ‘মন্ডী’ অবধি শস্য নিয়ে আসতে পারছেন, বাকি ৮৫ শতাংশের ভাগ্যে কিছুই জুটছে না, তাঁরা আপাতকালীন বিক্রি (distress sale) করতে বাধ্য হচ্ছেন।

সংবাদে প্রকাশ, এফ সি আই-কে ঢেলে সাজাতে ৮ সদস্যের যে প্যানেল তৈরি হয়েছে তাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে সংস্থার কার্যকারিতাকে উঁচুমানে তোলা যাতে সংস্থা চাষিদের ন্যূনতম মূল্য (এম এস পি) পাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা পান। গ্রামে গ্রামে পর্যাপ্ত খাদ্যগুদাম তৈরির পাশাপাশি খাদ্যশস্য বিতরণ ও খাদ্য নিরাপত্তার পদ্ধতিটিও কার্যকরী করে তুলতে সংস্থাকে আপতকালীন ভিত্তিতে তৎপর হওয়ার আদেশ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে বলে প্রকাশ। খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এটি একটি যথাযোগ্য পদক্ষেপ বলেই বিশেষজ্ঞমহলের অনুমান। ■

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৫০তম বর্ষে ১ লক্ষ মানুষের রক্তদান

সংবাদদাতা॥ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে গত ২ নভেম্বর সারাদেশে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বজরঙ্গদলের পরিচালনায় বিভিন্ন শিবিরে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ রক্তদান করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি প্রবীণভাই তোগাড়িয়া ওই দিন সকালে আগ্রায় এবং দুপুরে দিল্লীর করোলবাগে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। প্রবীণভাই জানান, এ সময় সারা পৃথিবীতে ৫ কোটি এবং ভারতে ৮০ লক্ষ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন। সড়ক দুর্ঘটনা,

অপারেশন, ও ক্যান্সারের মতো রোগের জন্য সব সময় রক্তের প্রয়োজন পড়ে। ভারতে কোটি কোটি লোকের মধ্যে রক্তদানের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য সারাদেশে একই দিনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। দিল্লীতেই ৩৮টি স্থানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। তাতে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ রক্তদান করেন। বিহারের ৩৮টি জেলাতেই শিবির হয়। পাটনা শহরে ৩ স্থানে ৪০০ জন রক্তদান করেন। দক্ষিণবঙ্গে ২৫ ও উত্তরবঙ্গে ৮ স্থানে রক্তদান শিবির হয়েছে।

মোদীর 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' প্রস্তাবে ১৩০ দেশের সমর্থন

সংবাদদাতা॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' প্রস্তাবকে ১৩০টি দেশ সমর্থন জানালো। রাষ্ট্রসঙ্ঘে মোদীর এই প্রস্তাবকে তারা শুধু নিয়মমাফিক সমর্থনই জানায়নি, রূপায়ণেরও পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস প্রস্তাবের পরিকল্পনা ভারতই করে এবং এ সম্পর্কে গত মাসেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভারত মিশনে বিচারবিমর্ষ করা হয়েছিল। অন্য প্রতিনিধিরাও তখন তাঁদের মত ব্যক্ত করেন। 'এল ডকুমেন্ট' নামে এই পরিকল্পনাকে ১৩০টি দেশ তখন সহ-প্রয়োজক রূপে থাকার পূর্ণ আশ্বাস দেয়। ব্রিসব্রেনে জি-২০ শিখর সম্মেলনে ইউরোপিয় ইউনিয়নের অধ্যক্ষ হর্মন ওয়ান রোমপুয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে যোগ দিবস উদ্‌যাপনের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে, এভাবে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বগুরু হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে।

হুগলী শহরে মুসলমান দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

সংবাদদাতা॥ গত ৯ নভেম্বর রবিবার রাত্রে হুগলী জেলা পুলিশ চুঁচুড়ার কাপাসডাঙ্গা অঞ্চল থেকে আর এস এস-এর জেলা কার্যবাহ-সহ ৪ জন স্বয়ংসেবক এবং ১৫ জন স্থানীয় হিন্দুকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা এবং দাঙ্গায় প্ররোচনা দেবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় এলাকার কয়েকজন প্রৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গে মোটরবাইক আরোহী কয়েকজন মুসলমান যুবকের কথাকাটাকাটি থেকে অশান্তির সূত্রপাত। মুসলমান যুবকগণ ফিরে যাবার সময় প্রৌঢ়দের শাসিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় হাজারখানেক মুসলমান অকুস্থলে অস্ত্র-সহ উপস্থিত হয় সঙ্গে বোমাও ছোঁড়ে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে মোট ১৯ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার খবর দ্রুত জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা থানায় উপস্থিত হয়ে পুলিশের পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদ করে। পরদিন সঙ্ঘের রাজ্যস্তরের কার্যকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে জেলা-সহ রাজ্যে জনমত গঠন ও প্রতিবাদ সংগঠিত করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানান। প্রাপ্ত শেষ সংবাদ অনুযায়ী ধৃতরা জামিনে মুক্তি পেয়েছে। সূত্রে খবর, মুসলমান যুবকদের দৌরাত্ম্যে স্থানীয় হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাববোধ করছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর হাতে হিন্দুত্বের বিশ্বকোষ উন্মোচন

সংবাদদাতা॥ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুনের হাতে প্রকাশিত হলো 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হিন্দুইজম' (হিন্দুত্বের বিশ্বকোষ)। বিশ্বকোষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মানবতার কল্যাণে হিন্দুত্বের বিশ্বকোষ গ্রন্থটি একটি মহান অবদান'। তিনি আরও জানান, 'আমি বলতে পারি সমস্ত দিক থেকে মহান চিন্তাভাবনা আসা উচিত। চলার পথে এটিও সাহায্য করবে। সত্যিই এটা সুন্দর'। গত ২৭ অক্টোবর, লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টারের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সভাকক্ষে হিন্দুত্বের বিশ্বকোষ উন্মোচনের অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হিসাবে ছিলেন ইন্ডিয়া হেরিটেজ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী। স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী বলেন, আমাদের প্রার্থনা, 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ' অর্থাৎ সকলে সুখে থাকুন এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকুন। আবার আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে— 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ সারা পৃথিবীটাই একটি পরিবার। আমরা শুধুমাত্র মানবজাতিরই সুখে থাকার প্রার্থনা করি না, সেই সঙ্গে পশু-পাখি, প্রকৃতি ও উদ্ভিদেরও কল্যাণ কামনা করি।' এই বইটিতে যেমন স্থান পেয়েছে বিশ্বের ১ হাজার বিদ্বজ্জনের কথা, তেমনি এর পাশাপাশি ব্যাপক অর্থে সংকলিত অথচ সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে হাজার বছরের পুরনো ভারতের ইতিহাস, বিজ্ঞান, স্থাপত্য, কলা, ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে এই কোষগ্রন্থে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১ হাজারেরও বেশি বিশিষ্ট অতিথি।

মূলত অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল ইউনাইটেড কিংডম-এর ক্ষমতাসীন দল কনজারভেটিভ পার্টি এবং ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া-সহ অনেক সংস্থা। কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ারম্যান অ্যান্ড্রু ফ্রেন্ডম্যান এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের কাছে এই বইটি একটি অসামান্য প্রাপ্তি'।

সেকুলার চ্যানেলের হিন্দুবিরোধী অভিসন্ধি

সংবাদদাতা॥ হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা এখন সেকুলারদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকমই একটি দুষ্ট কৌশল দীপাবলির দিন চেন্নাই শহরে হয়েছে। তামিল ভাষার এক আঞ্চলিক টিভি চ্যানেল 'পুথিয়া থলমুবই' সেদিন এক বিতর্কের আয়োজন করে। বিষয়— 'দীপাবলি কি জাতীয় উৎসব?' এই বিতর্ক শুনতে শুনতেই হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে। হিন্দু মুন্নানীর রাজ্যসভাপতি শ্রীপরমেশ্বরনের নেতৃত্বে স্থানীয় হিন্দুরা টিভি চ্যানেল অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। হিন্দুদের পক্ষে এক প্রতিনিধিদল চ্যানেলের প্রধান নির্দেশকের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। চ্যালেন কর্তৃপক্ষ ক্ষমা চাওয়ার পরই বিক্ষোভ শান্ত হয়।

অসমে মহিলা জঙ্গি সংগঠন মজবুত করছে জে এম বি

সংবাদদাতা॥ বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন 'জামাত-উল- মুজাহিদিন বাংলাদেশ' (জে এম বি) অসমেও মহিলা জঙ্গি সংগঠন শুরু করতে চলেছে। বর্ধমান বিস্ফোরণকাণ্ডের পর জে এম বি-র সঙ্গে যুক্ত সাত সন্দেহভাজনকে অসম পুলিশ গ্রেপ্তার করে এই তথ্য জানতে পেরেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, জঙ্গিরা অসমের মুসলমান যুবকদের জঙ্গি প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ স্বয়ং স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জে এম বি অসমে মহিলা জঙ্গি সংগঠন মজবুত করেছে। এর জন্য মুসলমান যুবকদের বুঝিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে।

প্রাক্তন সাংসদ-বাহিনী ও তাদের আত্মীয়স্বজনেই ঠাসা দিল্লীর অধিকাংশ বাংলো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী দিল্লীর অভিজাত কুটিয়েল এলাকার (বৃটিশ আমলের) কেবলমাত্র মন্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বহু বাংলোই দখল করে বসে আছেন সাংসদ, ভূতপূর্ব সাংসদ, এমনকী তাঁদের পরিবারের লোকজনও। এই মর্মে মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ দায়ের করেছে।

আদালত এই ঘটনায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে নিজে থেকেই আদালতকে ক্যাগ-এর ভূতপূর্ব প্রধান বিনোদ রাই-এর একটি অভিযোগের ভিত্তিতে আধিকারিকদের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেছে। ওই নোটিশে তাঁদের অন্যায়ভাবে পদের অমর্যাদা করে অনধিকারী সাংসদদের ওই বাংলোগুলিতে বসিয়ে রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। সরকারি চিঠিতে এও বলা হয়েছে যে রাজনীতিবিদ ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা দিনের পর দিন সরকারি বিশেষ বাংলোগুলির সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছেন যেখানে অবসরের পর বহু প্রবীণ আধিকারিক মাথা গোঁজবার কোনো ঠাঁই জোগাড় করতে পারছেন না। আদালতের নোটিশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে বাংলোতে বসবাসকারী অধিকারীদের তালিকার অধিকাংশই আগের মনমোহন সিং সরকারের নানান দপ্তরের মন্ত্রী উপমন্ত্রী। এঁদের সকলেই আবার ২০১২ থেকে ২০১৩ -এর মধ্যে মনমোহন সরকার থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন।

এদের মধ্যে যারা ২০১৪'র লোকসভায় পুনর্নির্বাচিত হয়ে এসেছেন কিন্তু অবশ্যই আর মন্ত্রী নয় তাঁরা অকাতরে মন্ত্রিত্বের সময়কার প্রাপ্য বাংলো কব্জায় রাখতে দ্বিধা করেননি। উল্লেখ্য, এঁদের মধ্যে রয়েছেন সততার প্রতীক দলনেত্রীর দলের— (১) সুলতান আহমেদ, (২) সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) সৌগত রায়, (৪) সি এস জাটুয়া, (৫) শিশির অধিকারী, (৬) দীনেশ ত্রিবেদী প্রমুখ।

আর জে ডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে পশু খাদ্য মামলায় সাজাপ্রাপ্ত জামিনে খালাস থেকে একটি বিশেষ টাইপ-৮ বাংলো দীর্ঘদিন বেআইনিভাবে দখলে রেখেছেন। কারণ হিসেবে AIIMS-এ তাঁর চিকিৎসা ও তাঁর একাধিক নাতি-নাতনির পড়াশোনার সুবিধের কথা তিনি জানিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

ওদিকে দীর্ঘদিন বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত কোনো সরকারি পদে না থাকা এবং সংসদের কোনো কক্ষেরই সদস্য নন বুটা সিং আশ্চর্যজনকভাবে ১১-এ তিন মূর্তি মার্গের বাংলোয় বসে আছেন। অথচ ২০০৪ সালেই বিহারের রাজ্যপাল থাকার সময়েও দিল্লীতে বাংলো অধিকার করে থাকার অপরাধে সর্বোচ্চ আদালত তাঁর বিরুদ্ধে 'throw him out' বলে আদেশনামা জারি করেছিল। কাজের কাজ কিছু হয়নি। এই অনাচার বন্ধে মোদী সরকার কি করে সেটাই দেখার। ■

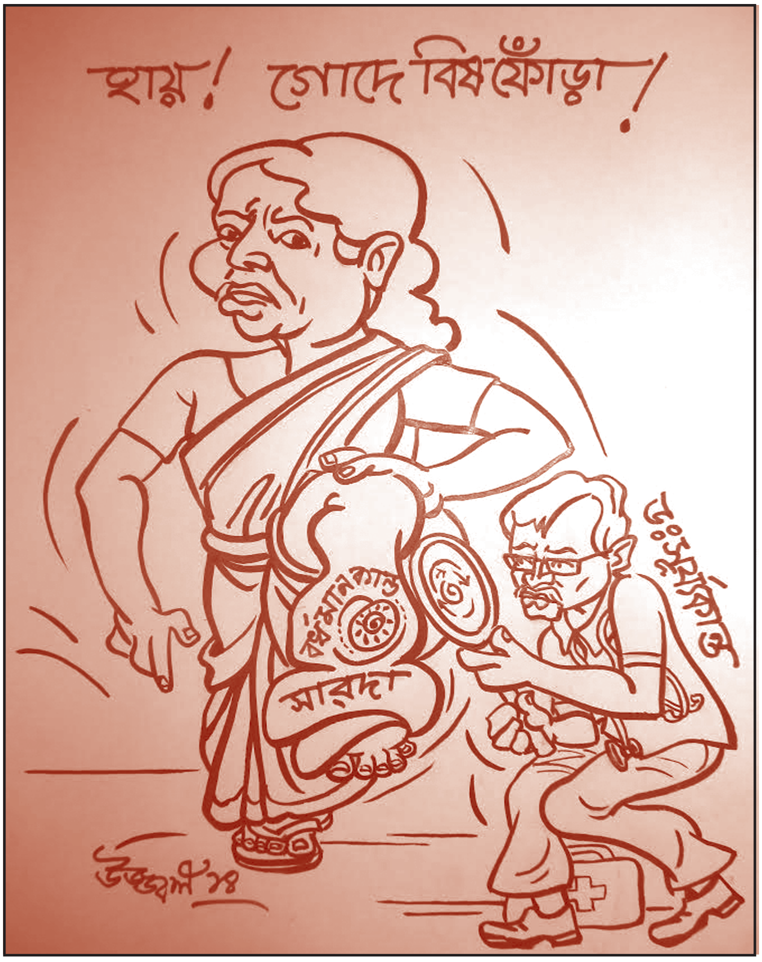

কালীঘাটে খুলছে উপাচার্য প্রশিক্ষন পাঠশালা

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

রোজ খবরের কাগজ খুললেই সংঘর্ষের খবর। কেলেঙ্কারির খবর। নির্যাতন, ধর্ষণ তো রোখাই যাচ্ছে না। আর সেই সঙ্গে হামলাকারী, নির্যাতনকারী, ধর্ষণকারীদের শুধু প্রশ্রয় নয়, প্রেরণা দেওয়াও চলছে সমান তালে।

প্রকাশ্য সন্ত্রাস তবু চোখে দেখা যায়, দেখে চোখ কপালে তোলা যায় কিন্তু চুপচাপ সন্ত্রাস যে কোথায় যাচ্ছে তা কল্পনারও বাইরে। ঠিক সিপিএমের কায়দায় সর্বত্র তৃণমূলায়নের চেষ্টায় কোনো খামতি নেই রাজ্যের নব্য শাসকদের। না, আর নব্য বলাও যাবে না। একটা টার্ম প্রায় শেষের মুখে। আর কটা বছরেই রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেরুদণ্ড ভেঙে ঘাসফুল করে দেওয়ার চক্রান্ত পাকা।

আপনাদের একটা গোপন কথা জানাই। কালীঘাটে নতুন এক পাঠশালা বসানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। উপাচার্য প্রশিক্ষণ পাঠশালা। মডেল করা হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামান্য উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীকে। এই পাঠশালার লক্ষ্য, রাজ্যের বিশিষ্ট ক্ষমতালোভী শিক্ষাবিদদের প্রথমে ভর্তি করা হবে। এরপর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানো হবে। টোপ দেওয়া হবে নানারকম বঙ্গশ্রী পুরস্কারের। পরীক্ষায় ভালো ফল করলে তাদের বিধায়ক এমনকী সাংসদ হওয়ার প্রাইজও মিলতে পারে। সিলেবাসে থাকছে একটাই চ্যাপ্টার। নাম 'ভজ তৃণমূল'।

এই সিলেবাসে উপাচার্যদের শেখানো হবে কীভাবে শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ আসনে বসে দলদাসের মতো আচরণ করা যায়। সেজন্য নিয়মনীতির পরোয়া না করলেও চলবে। কোনো ছাত্রী নির্যাতিতা হলে দলনেত্রীর সুরে বলতে হবে, ওটা সাজানো ধর্ষণ। আসলে স্বেচ্ছা সহবাস। এর প্রতিবাদে কোনো কলরব সংগঠিত হলে তার জবাবে নির্লজ্জের মতো চুপ থাকতে হবে। 'দলের কথা, দিদির কথা সবার সেরা' এই স্লোগানে বিশ্বাস রেখে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে পাশ করবেন তাঁদের উপাচার্য পদ পাকা। শিক্ষা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট তো কম করেনি এই সরকার। প্রতি বছর বদলে গেছেন শিক্ষামন্ত্রী। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পরে ব্রাত্য বসু এবং এখন শ্রীশ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। যাঁর সঙ্গে রাজনীতি ছাড়া শিক্ষার কোনো সম্পর্কই নেই। সম্প্রতি মন্ত্রী হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি-র তোড়জোড় করলেও কোনোকালে মাস্টারি করেননি। করেছেন ছাত্র রাজনীতি। অর্থাৎ শিক্ষার পরিবেশে ব্যাঘাত ঘটানোর কাজটা বরাবর করেছেন। আর তাতেই জুটে গেছে শিক্ষামন্ত্রীর চেয়ার। একেই বলে পুরস্কার।

দিদিমণি ক্ষমতায় আসার পর বলেছিলেন, তাঁর প্রথম কাজ হবে, শিক্ষাকে রাজনীতির অঙ্গুলিহেলন থেকে বাঁচানো। শিক্ষাবিদরাই পাবেন মন্ত্রিত্ব। বাছা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ব্রাত্য বসু, রবিরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো শিক্ষকদের। কিন্তু তাতে রাজনীতি খুশি হয়নি। দিদির রাশ থাকেনি শিক্ষাক্ষেত্রে। ওইসব প্রাক্তন শিক্ষকদের তাই এখন এলেবেলে কিছু দপ্তরের মন্ত্রী করে রেখে দিয়েছেন। আর একদিন রাজনীতির কারণে শিল্পমন্ত্রক থেকে শাস্তিস্বরূপ অপসারিত পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে রাজনীতির কারণেই শিক্ষামন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষামন্ত্রীর পদটা রাজনীতির অক্টোপাসে আটকে গেছে।

কিন্তু দিদি সফল। তাঁর হাতের সুতো নড়াচড়া করা পার্থবাবু উপাচার্য নিয়োগকে দল তথা সরকারের হাতে রাখার যাবতীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটির প্রার্থী বাছার ক্ষমতা। কিন্তু ইতিমধ্যেই সরকার আইনে সংশোধনী এনে ঠিক করেছেন সার্চ কমিটিতে কারা থাকবেন তা ঠিক করবে সরকার। আগে ঠিক হয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইউজিসি এবং রাজ্যপাল তথা উপাচার্যের মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হবে সার্চ কমিটি। এরপর তা বাতিল হয়ে নিয়ম হলো রাজ্যপাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের মনোনীত সদস্য থাকবেন সার্চ কমিটিতে। এরপর ফের নতুন নিয়ম। সার্চ কমিটিতে রাজ্যপালের মনোনীত সদস্য কে হবে তা নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। এখন বলা হচ্ছে সার্চ কমিটি তিনজনের নাম দেবে কিন্তু তার মধ্যে একজনকে বাছাই করবে রাজ্য সরকার। রাজ্যপাল শুধু তাতে সিলমোহরটুকু দেবেন। অর্থাৎ অনেক নিয়ম কানুনের গোঁজামিলের শেষে কালীঘাটের উপাচার্য প্রশিক্ষণের পাঠশালা থেকে যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণরাই পাবেন পুরস্কার।

প্ল্যান পাকা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা গোলমাল হয়ে যাওয়ায় আপাতত নতুন বিলটি বিধানসভায় পেশ করেও ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি। আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তৃণমূল্যায়ন পাকা করতেই হবে। নির্দেশ দিদির।

আমার ভয় করছে এমন হতে থাকলে ক্রমশ এগিয়ে চলা দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের পড়ুয়ারা কম্পিটিশনে পেরে উঠবে তো? সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি প্রাপকদের হেয় চোখে দেখা হবে না তো!

— সুন্দর মৌলিক

ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ধর্মীয় রক্ষা কবচের আশ্রয় চাওয়া অনৈতিক

কে. এন. মণ্ডল

এ বছরের প্রথম দিকটাই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আলোড়িত হয়েছিল রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরানকে নিয়ে। তিনি সারদা পরিচালিত ‘কলম’ পত্রিকার সম্পাদক এবং এই পত্রিকাটি জন্মলগ্ন থেকে (১৯৮১ সাল) পার্কসার্কাস স্টেশনের সন্নিকটস্থ ইমরান সাহেবের ঠিকানা দরগা রোড থেকে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির লেখা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপযোগী করে পরিবেশিত হয় এবং ওই জনগোষ্ঠীর বাইরে এই পত্রিকার কোনো গ্রাহক পাওয়া দুষ্কর। হাসান ইমরান সরকারি দলের ধ্বজাধারী হওয়ায়, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতাসীন হয়েই (২০১১ সাল), পত্রিকাটি দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সরকারি পাঠাগারে স্থান পাওয়ার মর্যাদা দেন। তখন আনন্দবাজার, বর্তমান বা টেলিগ্রাফের মতো জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলিকে সরকারি পাঠাগারে রাখার অনুপযুক্ত মনে করা হয়। সম্ভবত, সরকারের ধারণা হয়েছে যে ওই দৈনিকগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং দীর্ঘ ঐতিহ্যযুক্ত হওয়ার কারণে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে সরকার ভজার প্রতিযোগিতায় সামিল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

প্রসঙ্গত, ইমরান সাহেব সারদার সঙ্গী হওয়ার কারণে ওই গ্রুপের মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকা ও আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হওয়ায় সিবিআই কর্তৃক বারংবার জিজ্ঞাসাবাদের ফলশ্রুতিতে এবং গোয়েন্দা রিপোর্টের মাধ্যমে যেসব তথ্য ও গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে, তা যথেষ্ট শঙ্কার কারণ। উপরন্তু, সরকারি পক্ষের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা হাসান ইমরানকে নির্দোষ প্রমাণের কুযুক্তি খাড়া করায়, ঘটনাটিকে আরো অর্থবহ ও গুরুতর করে তুলেছিল। ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ায় ভারতে সংগঠিত বা প্রতিবেশী দেশগুলিতে ধর্মীয় মৌলবাদ মাথা চাড়া দিলে, তা নিন্দা করার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়। আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত। ওখানকার লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন ৩০ লক্ষ বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের হত্যাকারী এবং লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী পাকসহযোগী রাজাকারদের বিচারের দাবিতে যখন শাহবাগ চত্বরে বিক্ষোভ আন্দোলন রত এবং তাঁদের সমর্থনে যখন বিশ্বের অন্য প্রান্তে বসবাসকারী বাঙালিরাও বিক্ষোভে সামিল, তখন এই প্রতিবেদক ‘ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী আন্দোলনের’ সম্পাদক হিসেবে ইংরেজি ২০.৪.২০১৩ তারিখে কলকাতায় একটি আন্দোলনের উদ্যোগ নেন শাহবাগপন্থীদের নৈতিক সমর্থন দেওয়ার জন্য।

কলকাতায় শহীদ মিনার ময়দানে শাহবাগ-বিরোধী জমায়েত। (ফাইল চিত্র)

কিন্তু আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, তার ২ দিন আগে ধর্মতলায় কয়েকটি মুসলমান সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি মারমুখী জমায়েত সংগঠিত করা হয় এবং সেই সভা থেকে ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শাহবাগের বন্ধুদের হুমকি দেওয়া হয় এই বলে, ‘বাংলাদেশের শাহবাগের সমর্থনে কোনো কর্মসূচি নেওয়া যাবে না। কারণ শাহবাগ আন্দোলন ইসলামের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।’ শুধু তাই নয়, জমায়েত থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদকে বাঙলার (পশ্চিমবাংলা) মাটিতে পা দিতে দেওয়া হবে না বলেও ঘোষণা করা হয়। আমাদের কাছে তখনই খবর ছিল যে SIMI (নিষিদ্ধ ঘোষিত) এবং ইমরান সাহেবের মদত রয়েছে এই বিক্ষোভ আন্দোলনে। আমরা আজ পর্যন্ত জানি না, ওই ধরনের জমায়েত যা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষনীতিকে কলুষিত করছে, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা। তবে আমরা একটা জিনিস জানি যে, শাহবাগের সঙ্গী হিসেবে আমাদের ২০.৪.২০১৩ তারিখের মিছিলটি Academy of Fine Arts এ রুখে দেওয়া হয় এবং পুলিশের গাড়িতে করে প্রতিনিধি স্তরের পাঁচজনকে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনে স্মারকলিপি প্রদানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের কর্মসূচির প্রচারপর্বে ছোট ছোট কর্মীসভায় কোথাও কোথাও বাধা প্রদান করা হয় তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দ্বারা, যদিও আমাদের কর্মসূচি ছিল বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের সমর্থনে (ভারতের মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে নয়)। এ থেকেই অনুমেয়, কি ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা এই বঙ্গে চলছে।

হাতে প্রমাণ নেই বলে সব ঘটনাই কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? কোনো অপরাধী কোনো অপরাধ করে পার পেয়েছে বলেই সে সাধুপুরুষ এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। পারিপার্শ্বিকতা বা ধারাবাহিকতা (Track record) অনুসরণ করে অনেক অপরাধের

কিনারা করা যায়। যদি তদন্তকারী সংস্থা নিজেরাই প্রমাণ লোপাটে ভূমিকা না নেয়। আমাদের দেশের সংগঠিত অপরাধের ১ শতাংশও প্রমাণ হয় না তদন্তকারী সংস্থার অপদার্থতার জন্য। তার মানে এই নয়, এখানে অপরাধের মাত্রা (crime rate) কমই। এটাই স্বাভাবিক যে গোয়েন্দা রিপোর্ট যাই বলুক, ইমরান সাহেব সেটুকুই স্বীকার করবেন যার রেকর্ড রয়েছে বা যার প্রমাণ লোপাট করা সম্ভব নয়। তাই বলে, নিষিদ্ধ ঘোষিত 'সিমি'র রাজ্য সভাপতিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর একসঙ্গে বসিয়ে 'তাহলে নরেন্দ্র মোদীও দেশদ্রোহী' বলাটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না হাকিম সাহেব। আপনার জানা উচিত আর এস এস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য, ভারতের অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের জন্য নয়। আর কে না জানে সিমি 'আন্তর্জাতিক ইসলামিক জেহাদের' ভারতীয় সংস্করণ। এ দুটি বিষয়কে এক করে ফেলে আপনি দেশদ্রোহীদের পক্ষে সওয়াল করছেন নাতো? আর যে ব্যক্তি সিমি'র নেতৃত্ব দিয়েছেন এর জন্মলগ্ন থেকে, তিনি সেই সংগঠনটি নিষিদ্ধ ঘোষণার পরে অন্য কোনো অবতারে অবতীর্ণ হবেন না, এ গ্যারান্টি আপনি কি করে দিচ্ছেন? কিছুদিন আগেও লোকসভা ভোটের প্রচারপর্বে নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রবেশ নিয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে আপনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের লোকেরা যদি অনুপ্রবেশকারী হয়, তাহলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থান থেকে আসা লোকেরাও অনুপ্রবেশকারী।' এই বক্তব্য থেকে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আপনি আবুল কালাম আজাদ বা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বরণীয় নেতাদের মতবাদ 'অবিভক্ত ভারত'-এ বিশ্বাসী, না এর পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে?

প্রসঙ্গত, রাতের অন্ধকারে ক্যানিং-বারুইপুর রোডে এক মুসলমান ব্যক্তির খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরের দিন সকাল থেকে নলিয়াখালি এবং তার পার্শ্ববর্তী হিন্দু গ্রামগুলিতে বহিরাগত হাজার হাজার সশস্ত্র মুসলমানের আক্রমণে শত শত হিন্দু বাড়ি ভস্মীভূত এবং শত শত নরনারী আহত ও লাঞ্ছিত হয়। আমরা ওই থানারই অধিবাসী হওয়ার ওই দিনই এবং পরের দিন সকালে যে তথ্য পাই ওই এলাকা থেকে পালিয়ে আসা বা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে, তার সঙ্গে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালের আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় ছাপা হওয়া 'গোয়েন্দা রিপোর্টের' হুবহু মিল রয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্টে যে সমস্ত অপরাধীর নাম রয়েছে, মূলচক্রী হাসান ইমরান সহ, তাদের বিরুদ্ধে কি কোনো পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? তবে হ্যাঁ, হাকিম সাহেব আপনি বলতেই পারেন কিছুই প্রমাণিত হয়নি এবং গোয়েন্দা অফিসারটির দল বিপথগামী। যেমন পাকিস্তান দাবি করছে 'মুম্বই হামলায় মূলচক্রী হাফিজ সাইদ নির্দোষ এবং কিছুই প্রমাণিত হয়নি'। আপনারা কেউ কি ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে নলিয়াখালি বা দেগঙ্গার আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন?

অথচ আপনাকে আক্ষেপ করতে শোনা যায়, মুসলমান বলে হাসান ইমরানকে দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে। আপনার এই আক্ষেপের ভাষার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্বে মোহম্মদ আলি জিন্না এবং হোসেন শাহিদ সুরাবর্দির বিভিন্ন সঙ্কট মুহূর্তের অভিব্যক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যে সমাজ মৌলানা আজাদের এবং গফ্‌ফর খানের মতো অসাম্প্রদায়িক জাতীয় নেতার জন্ম দিয়েছে এবং বর্তমান প্রজন্মেও বহরমপুর মহিলা কলেজের অধ্যাপক রেজাউল করিম বা অধুনা প্রয়াত সইফউদ্দিন চৌধুরীর মতো লোক বাংলার কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে, সেখানে আপনার মূল্যায়ন 'নিন্দনীয়'। ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিবেদক পাকিস্তানে ছাত্রজীবন কাটিয়ে, কর্মজীবনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাওয়ার এবং থাকার সুবাদে বহু বিশিষ্ট মুসলমানের সংস্পর্শে এসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মুসলমান সমাজেও অধিকাংশ মানুষই অসাম্প্রদায়িক এবং দেশপ্রেমিক। তাই বলে কিছু সংখ্যক হলেও ভারত-বিরোধী মৌলবাদী জিহাদি এবং ভারতের অখণ্ডতায় বিশ্বাস করে না এমন শক্তিকে উপেক্ষা করলে, ভবিষ্যতে চরম ক্ষতি হয়ে যাবে এবং ভারত আবারও বিভাজিত হবে।

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের আনন্দবাজারে শাশ্বতী ঘোষের নিবন্ধ পড়ার আগেই আমার এই লেখা শেষ হয়। শাশ্বতী দেবীর লেখায় ইরাকে ইয়াজিদি সম্প্রদায় এবং খৃস্টান জনগোষ্ঠীকে ইসলামিক স্টেট (আই এস) দ্বারা যে জঘন্য অত্যাচারের উল্লেখ আমরা পাই, বাংলাদেশের হিন্দুরাও মৌলবাদীদের দ্বারা খেপে খেপে অনুরূপ আক্রমণের শিকার হচ্ছেন তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই সংযোজন। যদিও এপার বাংলার তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও সুশীল সমাজ (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, যদিও প্যালেস্তানীয় সহ বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের নিপীড়িত মানুষের দুঃখে বিগলিত। এ ধরনের দ্বিচারিতাই মেকি ধর্মনিরপেক্ষদের বাড়বাড়ন্তের কারণ এবং দেশদ্রোহীদের প্রকাশ্যে আসার সাহস যোগাচ্ছে।

(লেখক খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর এবং ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ আধিকারিক)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

মুর্শিদাবাদ কি রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে?

নবকুমার ভট্টাচার্য

কাশ্মীরের মতোই এক বিতর্কিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা। সমস্যাটা নতুন নয় আবার আজকেরও নয়। মুর্শিদাবাদ জেলাটিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা বহু দিনের। স্বাধীনতার বহু পূর্ব থেকেই সে প্রচেষ্টা চলছে এবং এ বিষয়ে মৌলবাদীরা প্রায় সফল। এই জেলা মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৩০ এবং ৪০-এর দশকে বঙ্গীয় বিধান পরিষদ ও বঙ্গীয় বিধানসভার বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা যায় মুর্শিদাবাদ জেলায় জাতীয়তাবাদী বা নির্দল মুসলমান প্রার্থীদের পরাজিত করে বেশিরভাগ সময়ই মুসলিম লীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। কেবল ১৯২৯ খৃস্টাব্দে মৌলবি আবদুস সামাদ (কংগ্রেস) এবং ১৯৪৬ সালে নির্দল প্রার্থী মহম্মদ খোদাবক্স জয়লাভ করতে পেরেছিলেন মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পরাজিত করে। ফারহাদ মুর্তাজা রেজা চৌধুরী, আবদুল করী, সাহেবজাদা কাজেম আলি মির্জা প্রমুখ সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দই বারবার জয়লাভ করেছেন। জেলার মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কার্যকলাপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে হয় যে ১৯২৭ সালের এই জেলায় মুসলিম লীগের আনুষ্ঠানিক জন্ম হলেও খুব দ্রুত দলের কাজকর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে বহরমপুর শহরের গোরাবাজার অঞ্চলে কৃষ্ণনাথ কলেজের কুমার হস্টেলের মাঠে মুসলিম লীগের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে প্রাদেশিক তথা সর্বভারতীয় লীগ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না স্বয়ং। ওই সম্মেলনে জিন্না তার ভাষণে বলেছিলেন, ‘‘মুসলিম লীগের নিজস্ব একটি নীতি ও কর্মসূচি আছে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে আমরা মুসলিম লীগের সঙ্গে দাবি করি যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award) কখনই পরিবর্তন করা উচিত নয়, যতক্ষণ না একটি চুক্তির ভিত্তিতে তা করা হবে। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করছি যে আগামী দিনে ভারতবর্ষে যে সংবিধান রচিত হবে, তা যার দ্বারাই রচিত হোক না কেন, সেখানে যেন মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ যথাযথভাবে সুরক্ষিত হয়।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা কেন মুসলমানদের জন্য লড়াই করছি? যদি মুসলমানগণ এই লড়াইয়ে পরাজিত হয়, তাহলে ভারতবর্ষের বুক থেকে মুসলমানগণ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি বা ভাষা নিয়ে যত ইচ্ছা কথা বলতে পারি, কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি হলো এমন একটি শক্তি, যা আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাকে সুরক্ষিত করবে। এই জন্যই আমরা লড়াই করছি।’’ (স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, প্রফুল্ল গুপ্ত ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৭৫ এবং Hindusthan Standard, Kolkata 26.10.37)। ফলত এই ধরনের বক্তব্য দ্বারা প্ররোচিত হয়ে জেলার মুসলিম লীগ নেতৃত্ব জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মাঝে মাঝেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯২৪-২৫ খৃস্টাব্দে এবং ১৯৪২-৪৩ খৃস্টাব্দে হিন্দু প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে জঙ্গীপুর মহকুমার সুতি ও রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ১৯৪২-৪৩ সালের ঘটনায় জঙ্গীপুর মহকুমার তৎকালীন মহকুমা শাসক যিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন, স্বয়ং এই সাম্প্রদায়িক ঘটনায় উস্কানি দিয়েছিলেন— যা বঙ্গীয় বিধানসভার দুই মাননীয় সদস্য অতুলকুমার ও নবাবজাদা নাসারুল্লাকে নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে ধরা পড়ে (ব্রজভূষণ গুপ্তের জীবন কথা, বহরমপুর, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা-১৮ এবং Legistative Assembly Procceding Vol. LXVII, 1944 P. 172)।

মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তের একাংশ।

মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হিন্দুরা সংগঠিত হতে চেষ্টা করেছিল। এ প্রসঙ্গে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী,

রায়বাহাদুর কিরীটভূষণ দাস, রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, জ্ঞান লাহিড়ী, দ্বিজপদ চ্যাটার্জী, শিশির বিশ্বাস, সৌরেন্দ্রমোহন রায় প্রমুখর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে রায়বাহাদুর কিরীটভূষণ দাস নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৯২৯ ও ১৯৩৭ সালে জেলার অন্যতম বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পিছনে ছিল হিন্দু মহাসভার পূর্ণ সমর্থন। এককালে মুর্শিদাবাদেও হিন্দুদের জনভিত্তি ছিল। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলন এবং বৈষ্ণবধর্ম মুর্শিদাবাদেও ব্যাপক জনভিত্তি লাভ করেছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ়ের অন্তর্গত কান্দী অঞ্চলের উর্বরভূমি এবং স্বাস্থ্যকর জলবায়ু জনবসতির সহায়ক ছিল। গঙ্গার তীরে স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছিল নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। কিরীটেশ্বরীর মতো তান্ত্রিক কেন্দ্রকে ঘিরে কিংবা বৌদ্ধ কেন্দ্র কর্ণসুবর্ণ, পাঁচথুপী, গোকর্ণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। আরও পরে কর্ণসুবর্ণের শাসনকেন্দ্রে এবং কাশিমবাজারের বাণিজ্যকেন্দ্রে জনবসতির বিস্তার ও কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যায়। তবে গৌড়ের পাঠান বাদশাহদের আমল থেকেই রাজমহল থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত মুসলমান জনবসতির অগ্রগতি ঘটেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই আরম্ভ হয়েছিল মুর্শিদাবাদকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা। এককালে জিয়াগঞ্জ এবং জেলার মহকুমা শহরগুলিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও আজ মুর্শিদাবাদে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। কারণ মৌলবাদীরা মুর্শিদাবাদকে বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করে তোলার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল সেইসব সযত্ন প্রতিপালিত বিষবৃক্ষ ফল প্রসব করে ১৯৮৮ সালের ২৪ জুন। লালবাগের কাটরা মসজিদ অভিযানের নামে ওইদিন ১৫ থেকে ২০ হাজার মুসলমান বহরমপুরে সমবেত হন এবং বহরমপুর থেকে কাশিমবাজার হয়ে লালবাগ যাওয়ার পথে দাঙ্গা ও লুঠতরাজ করে। সরকারি সূত্র অনুসারেই ওই ঘটনায় ৯ জন মানুষ নিহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য অনুসারে ওইদিন মুসলমানরা যথেচ্ছ হিন্দু নিধনে মেতে ওঠে। প্রশাসনের প্রচেষ্টায় বাধা পেয়ে এরপর থেকে তারা অন্যপথ নিতে বাধ্য হয়। তাদের উদ্দেশ্য হলো মুর্শিদাবাদকে পুরোপুরি হিন্দুশূন্য করা।

অনুপ্রবেশ পুরোপুরি সফল এই জেলায়। কারণ জেলার ভৌগোলিক অবস্থান। এপারে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের ১৪০ কিলোমিটার অঞ্চল সীমান্ত এলাকা। সীমান্ত এখানে ভাগ হয়েছে নদী ও স্থল দুই পথেই। স্থলপথে সীমান্তে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই আর ধুলিয়ানের কাছে গঙ্গা থেকে পদ্মা আলাদা হয়ে চলে গিয়েছে বাংলাদেশে। ফলে একদিকে সহজলভ্য নদীপথ, অন্যদিকে কাঁটাতারহীন স্থলপথ অনুপ্রবেশের আদর্শস্থল হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ। বিস্ময়ের হলেও সত্যি যে, পদ্মাই এই জেলার সীমান্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ। জলঙ্গী, ফরাক্কা, সুতি, আখেরিগঞ্জ, ভগবানগোলা প্রভৃতি সীমান্ত এলাকাগুলিতে অনায়াসেই নদী পেরিয়ে আসা যায়। অন্যদিকে লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ, জলঙ্গীর একাংশ হলো স্থলপথে পারাপারের আদর্শ জায়গা। তাই সীমান্তে স্থল ও জলপথে অনুপ্রবেশকারীদের আস্ফালনে গত তিন দশকে মুর্শিদাবাদে জনসংখ্যা বেড়েছে দ্রুত গতিতে।

এই জেলার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ মুসলমান সম্প্রদায়ের। ১৯৭১ সালে জেলার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩১ লক্ষ। ৮১ সালে তা বেড়ে হয় প্রায় ৩৭ লক্ষ, ৯১ সালে তা ৪৮ লক্ষ এবং ২০০১ সালে ৬৪ লক্ষ! ২০১১ সালে এই সংখ্যা কোটিতে ঠেকেছে বলে অনুমান। এই জেলার ৯টি থানাকে সীমান্ত থানা এলাকা বলা হয়। এগুলি হলো

পদ্মাচরে কাঁটাতারহীন সীমান্ত।

লালগোলা, ভগবানগোলা, জলঙ্গী, রাণীনগর, রানীতলা, সুতি, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা ও রঘুনাথগঞ্জ। গত তিন দশকে সীমান্ত এলাকাগুলির মধ্যে লালগোলা ও ভগবানগোলায় প্রায় ১ লক্ষ, রাণীনগরে ১ লক্ষ, এবং জলঙ্গীতে ৮০ হাজার জনসংখ্যা বেড়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭১-৮১ সালের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ, ৮১-৯১ সালের মধ্যে ১১ লক্ষ এবং ৯১-২০০১ সালের মধ্যে ৩ লক্ষেরও বেশি জনসংখ্যা বেড়েছে। শুধু অনুপ্রবেশ নয়, এদের সরকারি স্বীকৃতি পেতেও খুব একটা অসুবিধা হয় না। সীমান্তের যে এলাকায় যে রাজনৈতিক দল শক্তিশালী তারাই জামাই আদরে অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়া, মায় রেশনকার্ড পর্যন্ত করিয়ে দেয়। স্থানীয় প্রশাসন অবশ্য সব কিছু জেনেও মুখে তা স্বীকার করে না। তাদের মতে এই জেলায় অনুপ্রবেশ হয় না, অথচ যে কোনো গ্রামেই গেলে দেখা যাবে নতুন বাড়ির সংখ্যা বেড়ে চলেছে নিত্যদিন। এইসব বাড়ির মালিক অথবা বসবাসকারীদের সঙ্গে কথা বললেই জানা যায় তাদের নাম ঠিকানা। এপারে আসার কারণ। সবচেয়ে বড় কথা মুর্শিদাবাদের গ্রামগুলির সংস্কৃতির বদল ঘটছে খুব দ্রুত গতিতে। মুর্শিদাবাদ মুসলমান অধ্যুষিত জেলা এটা সবাই জানেন। দরিদ্র বাঙালি মুসলমানদের বাস ছিল এই জেলায়। কিন্তু আজ দশ বছরের মধ্যে বাঙালি মুসলমানের জায়গায় স্থান করে নিয়েছে উর্দুভাষী মুসলমানেরা। ফলে জেলার ভাষা বাংলা থেকে উর্দুতে রূপান্তরিত হচ্ছে খুব দ্রুত। মৌলবাদীদের দাপটে মুসলমান মহিলারা সবাই বোরখা পরতে বাধ্য হচ্ছেন। যত্রতত্র গো-হত্যা ও গো-মাংস বিক্রির দোকান হচ্ছে। এই উর্দু সংস্কৃতির দাপটে গ্রামে এখনও যে কয়েকঘর হিন্দুর বাস রয়েছে এই অঞ্চলে তাঁরা বিপন্ন বোধ করছেন। গোরু এবং জরু বাঁচানোর চিন্তায় অনেকেই গ্রামের জমিজমা আধামূল্যে বিক্রি করে দিয়ে শহরে বাধ্য হয়ে চলে আসছেন। আর যাঁরা নেহাতই দারিদ্র্যের কারণে বা অন্য কারণে থেকে যেতে বাধ্য হচ্ছেন তাদের পাকিস্তানি সংখ্যালঘুদের মতো বাস করতে হচ্ছে নিজ দেশেই। এরই পাশাপাশি এই জেলার বাউল সম্প্রদায় যারা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন, যারা কোনো ধর্ম মানেন না, কোনো জাতিভেদ মানেন না, শরিয়তে বিশ্বাস করেন না--- সেই সম্প্রদায়ের বাউলগীতি ব্যাপকভাবে না হলেও জেলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জগতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল একসময়। মুসলমানরা এদের শত্রু মনে করে এদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে। জেলায় বাউল গানের

কাটরা মসজিদ

মুর্শিদাবাদে ধর্মীয় জনবিন্যাস

গত ছয় দশকে (১৯৫১-২০১১) পূর্বপাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে ধর্মীয় জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান বিধানসভায় (২০১১-১০১৫) নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধি ৫৯ জন। এর মধ্যে শুধু মুর্শিদাবাদ থেকেই ১৫ জন। মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর ও জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে মুসলমান ভোটার যথাক্রমে ৫৮.৩১, ৬৩.৬৭, ও ৬৩.৬৭ শতাংশ।

১৯৫১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৯ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ। ২০০১ সালে অর্থাৎ এই পাঁচ দশকে এই জেলায় হিন্দুর সংখ্যা কমে হয়েছে ৩৬ শতাংশ, আর মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪ শতাংশ।

*(সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে, ১৮ মার্চ, ২০১৪
২০০১ সালের জনগণনা রিপোর্ট)*

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

উপর আজ ফতোয়া জারি করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের সীমান্ত সংলগ্ন ৯টি থানা এলাকায় স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ১১ হলেও আরও ৩১টি স্বীকৃতিবিহীন বিভিন্ন মাদ্রাসা বামরাজত্বেই ছিল। সমগ্র মুর্শিদাবাদে সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসা ৭৩টি এবং অস্বীকৃত ৩০৮টি ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে এ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ১০৮ এবং অস্বীকৃত ৫০৮টি। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৬১৪টি। এবং স্বীকৃত কিন্তু সাহায্যহীন ২৩৫টি। গত এক বছরে মুর্শিদাবাদে মাদ্রাসার সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। ব্যাঙের ছাতার মতো এইসব খারিজি মাদ্রাসা রাজ্যসরকার বা মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন বা সাহায্য ছাড়াই চলছে। এ মাদ্রাসার জন্য রাশি রাশি টাকাও আসছে গোপন সূত্র থেকে। কিন্তু আইন হলো সারা দেশে শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকরের পর প্রথম থেকে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত কোনো স্বীকৃতিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না। কিন্তু মুর্শিদাবাদে এরকম মাদ্রাসার সংখ্যা অসংখ্য। আর এই মাদ্রাসাগুলিই জঙ্গি তৈরির মূল ঘাঁটি। মুর্শিদাবাদে ছোট বড় মিলিয়ে মসজিদের সংখ্যা এই মুহূর্তে শতাধিক। গত তিন বছরে বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ হলেও একটিও মন্দির নির্মাণ হয়নি।

মুর্শিদাবাদ দিয়ে বাংলাদেশে যাতায়াত করা সহজ বলেই হয়তো নিত্য এই পথ দিয়ে গোরুপাচার থেকে নারীপাচার সব হয়ে থাকে। নিত্য বেড়ে চলেছে চোরাচালান। বাংলাদেশ থেকে জালনোট আসছে ভারতের অর্থনীতিকে বিপন্ন করার জন্য। এই জালনোট মুর্শিদাবাদ হয়ে চলে যাচ্ছে শিলিগুড়ি শহরে। কলকাতা লালগোলা হয়ে বাংলাদেশে আগ্নেয়াস্ত্র চালান হচ্ছে আবার বাংলাদেশ থেকে অস্ত্র আসছে। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীতে চলছে হাওলার ব্যবসা। বাংলাদেশ থেকে হাওলার ব্যবসায়ীরা চিরকুট পাঠিয়ে দিচ্ছে মুর্শিদাবাদের হাওলার ব্যবসায়ীদের কাছে। সেই চিরকুটে লেখা থাকে টাকার পরিমাণ ও যাকে টাকা দিতে হবে তার নাম। চিরকুটে বাংলাদেশ থেকে আসা নির্দেশ অনুযায়ী এখানকার ব্যবসায়ীরা সেই টাকা দিয়েছেন বিশেষ ব্যক্তিকে। গোয়েন্দাদের অভিযোগ, এভাবেই জঙ্গি সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গে তাদের সদস্যদের কাছে টাকা পাঠায়। এর পূর্বে এই জলঙ্গী থানা এলাকার কাজিপাড়া গ্রামে এক হাওলা ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে অনেক গোপন নথি উদ্ধার করা হয়েছিল। গোয়েন্দাদের অনুমান মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন থানা এলাকায় গোপনে চলছে হাওলা ব্যবসা। এককালে মালদহ জেলা সিমির শক্ত ঘাঁটি হলেও পরে তা মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর মৌলবাদী সংগঠন জামাতের একদল পলাতক নেতাকে এ রাজ্যে সেল্টার দিয়েছিল নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির নেতারা। জামাতের এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আরব দুনিয়া থেকে আর্থিক সহায়তা এসেছে সিমির কাছে। বাংলাদেশি এই পলাতক জেহাদিদের সিমি ছাড়াও সীমান্তবর্তী জেলার রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রভূত সহায়তা করেছে। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর আর চিন্তা করতে হয়নি দুই জঙ্গি সংগঠনকেই। এই ছকেই জামাতের বাংলাদেশি সদস্য শাকিল গাজি করিমপুরে কিছু সময় থেকে তারপর বেলডাঙা হয়ে সম্প্রতি বর্ধমানের খাগড়াগড়ে ডেরা বেঁধেছিল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো সিমির সঙ্গে জামাতের যোগ এবং তৃণমূল দলের যে সমন্বয় রয়েছে তা পূর্বে অনেকে বিশ্বাস করতে চাননি।

২০০১ সালে সিমি নিষিদ্ধ হয়ে গেলেও এনজিও-র মাধ্যমে গোপনে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যেতে শুরু করেন সিমির নেতারা। মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলের মধ্যে সিমি নেতাদের একাংশের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। এই কৌশলের অঙ্গ হিসেবে ইমরান তৃণমূলে যোগদান করেন এবং তৃণমূল নেত্রী মুসলমান তোষণের নজির হিসেবে তাকে রাজ্যসভার সদস্য করেন। মুর্শিদাবাদের এক শীর্ষ তাত্ত্বিক সিমি নেতার নেতৃত্বে যখন সাংগঠনিক রণকৌশল তৈরি হয়েছে, তখন মাঝারি স্তরের নেতারা বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় থেকেছে সংগঠন বিস্তারের কাজে। মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরের ব্যবসায়ী পেশাগত কাজে যুক্ত থেকে সিমির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মুর্শিদাবাদই আজ এ রাজ্যের কাশ্মীর। সম্প্রতি বিস্ফোরণ কাণ্ডের কিংপিন কওসরের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী রেজাউলের বাড়িও এই মুর্শিদাবাদেই। সামশেরগঞ্জ, সুতি, জলঙ্গী থানা এলাকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে সিমি এখনও কাজ করছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারা ভোটের কারণে এদের উপরই বেশি নির্ভরশীল। ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে মুসলমান তোষণের প্রতিযোগিতা চলছে। এর সুযোগ নিয়ে জঙ্গি

এন আই এ-এর রিপোর্টে মুর্শিদাবাদ

বর্ধমান জেলার খাগড়াগড়ের ঘটনার তদন্তে নেমে তদন্তকারী সংস্থা এন আই এ-র হাতে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বোমা বিস্ফোরণের পর যে যে জেলার নাম সামনে উঠে আসে, তার মধ্যে প্রথম সারিতেই রয়েছে মুর্শিদাবাদ। তদন্তে নেমে এন আই এ জানতে পারে, ওই ঘটনায় মৃত শাকিল, আহত আবদুল হাকিম, রাজিয়া বিবি, আলিমা বিবি, ঘটনার মাস্টার মাইন্ড কওসর, হাতকাটা নাসিরুল্লা, ইউসুফ রেজাউল করিম প্রমুখের নিয়মিত যাতায়াত ছিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা, লালগোলা, নবগ্রাম, রঘুনাথগঞ্জ, ডোমকল ইত্যাদি থানা এলাকার বিশেষ কয়েকটি জায়গায়। এই জায়গাগুলিকে তারা তাদের জেহাদি কাজের জন্য বেছে নিয়েছিল। বেলডাঙায় শাকিল আহমেদের বোরখা ঘর এবং বোরখা তৈরির কারখানার পাশাপাশি লালগোলার মোকিমনগর মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট তথ্য এবং প্রমাণও পেয়েছে এস আই এ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে এন আই এ গোপন রিপোর্ট দিয়েছে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে। মাদ্রাসায় কারা পড়ান তাদের মধ্যে ভারতীয় যেমন আছে, রয়েছেন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আসা নাগরিক।

মুসলমানরাও চেষ্টা করে চলেছে তাদের ভিত শক্ত করতে এবং পরিধি বিস্তার করতে। এই মুসলমানরা বিশ্বাস করে বর্তমান ভারতের যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তা মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট কল্যাণকর নয়। তাদের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র। বৃহত্তর বাংলাদেশ বা মুঘলস্থান গঠনের দাবির জন্য জেহাদের প্রস্তুতি চলছে। এর অঙ্গ হিসেবে মুর্শিদাবাদ সীমান্তের স্থানীয় ইমামরা মুসলমান সমাজকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করতে অর্থাৎ সরকারি কর্মসূচির প্রতি আগ্রহ না দেখাতে পরামর্শ দেন, শরিয়ত অনুসারে বহু বিবাহ প্রথা মেনে চলার পরামর্শ দেন। ভারতবর্ষের আইন কানুন এই সীমান্ত অঞ্চলে অচল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ইমামদেরই ভাতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করে। আসলে বাংলাদেশে প্রায় ভেঙে যাওয়া একটি জঙ্গি সংগঠন যে ভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে তার জন্য দায়ি কিন্তু আমরাই। সংখ্যালঘু তোষণের নামে যে ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাতে জঙ্গিদেরই উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুর্শিদাবাদে মাদ্রাসা তৈরিতে সহায়তা করেছে, কিন্তু কাশিমবাজারে জেলার সুপ্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যালয়টিকে বাঁচাবার জন্য একটুও আগ্রহ দেখায়নি। বিষবৃক্ষ বপন করলে তার ফল যে কখনই ভালো হতে পারে না বর্ধমানকাণ্ড তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। গত পাঁচ বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সেখানেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটুক না কেন, তাতে অনিবার্যভাবে যে রাজ্যকে ব্যবহার করা হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গ। যে শহরকে ব্যবহার করা হয়েছে তা কলকাতা এবং যে জেলার নাম উঠে এসেছে তার নাম মুর্শিদাবাদ। একদিন মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মুসলমানদের বিভিন্ন সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে হিন্দুবিরোধী যে জেহাদ তুলে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন, সেই প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত। মুসলিম লীগের সেই দায়িত্ব এখন মুসলমান জঙ্গিরা কাঁধে তুলে নিয়েছে। তারা মদত পেয়েছে বামফ্রন্টের থেকে, এখন পাচ্ছে তৃণমূলের থেকে।

স্বাধীনতার পরে মুসলমান সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের সুবিধাবাদী ও ক্ষমতাপ্রিয় অংশটিকে দেখা গেছে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের স্বার্থে কংগ্রেসে যোগ দিতে। মুর্শিদাবাদও এই প্রবণতার বাইরে ছিল না। ১৯৬৭-৬৯ সালের মধ্যে জেলাকংগ্রেসের উপর মুসলমান নেতৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে হিন্দু মুসলমান বিভাজন ও রাজনীতি সমান্তরাল দু'টি ধারায় প্রবাহিত। হিন্দু নেতাদের প্রাধান্য খর্ব করতে মুসলমান নেতারা নানা কৌশল অবলম্বন করেছিল। এই হিন্দু মুসলমান বিরোধকে কাজে লাগিয়েই তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসের ঘর ভাঙতে বদ্ধপরিকর। রাজনৈতিক নেতারা যখন এই সাপ-লুডোর গুটি চালাচালিতে ব্যস্ত ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে মৌলবাদী জঙ্গিরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় গোপন প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে এই ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে হাজারো লোকের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে মুর্শিদাবাদে রয়েছে বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠনের নেতারা। নিয়মিত মিটিংও হচ্ছে। আমরা কলকাতায় বসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান যথারীতি গেয়ে চলেছি। বর্ধমানের মতো অকস্মাৎ কিছু ঘটলে তবেই আমাদের চোখ খুলবে। ■

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমরা...

নীতীন রায়

কোচিতে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদ মিছিল করে। তাদের দাবি, কোচিতে প্রকাশ্যে চুম্বনের বিরোধিতা করে হিন্দু সংগঠনগুলো অপরাধ করেছে। এটি নাকি গেরুয়া সন্ত্রাস। অতঃপর এর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ প্রকাশ্যে চুম্বনের মাধ্যমে। আসলে এটা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাশ্চাত্যের নিম্নস্তরের ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া।

যাদবপুরের ছাত্রসংগঠন মাওবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত। ওখানে তাই যাচ্ছেতাই অনাচার চলে। সখের বিপ্লবীরা অনাচারের বিপ্লব করতেই ব্যস্ত। কিছু রাজনৈতিক দল মতবাদ ও সংগঠন ধরে রাখার জন্যই যৌনতাকে প্রশ্রয় দেয়। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবর অনুযায়ী পশ্চিমবাংলা থেকে উদ্ভূত একটি কমিউনিস্ট দল যা মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সীমাবদ্ধ, তারা বেহালায় দু'টো বাড়িতে কমিউন চালায়। জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের যৌনতার অজস্র প্রমাণ সামনে এসেছে।

এই মাওবাদীরা মার্কসীয় তত্ত্বের ধারক ও বাহক। 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'— মাও-জে-দং-এর এই মতবাদ তারা বিশ্বাস করে। পরাকাষ্ঠা দেখাতে অর্থাৎ গণতন্ত্রে তাদের বিশ্বাস নেই। কিন্তু গণতন্ত্র থেকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নেওয়ায় ওস্তাদ এরা। মুসলমান তোষণে কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিয়ে যাদবপুরের মাওবাদীরা সভা করেন। ভারতের মাওবাদীরা চীন ও পাকিস্তানের টাকায় এ কে-৪৭ কিনে মানুষ হত্যা করে মাওবাদ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত।

মার্কসীয় তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত কমিউনিস্ট পার্টিকে ইউরোপ বর্জন করেছে। পাশ্চাত্যে মানুষের জৈবিক গুণাবলী প্রকাশের প্রক্রিয়া রয়েছে। কিন্তু ভারতে রয়েছে দেবত্বে উপনীত হওয়ার সাধনা। কেননা এখানে আমরা ঋষি-পরম্পরাকে পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে একটা কাহিনি মনে পড়ে— এক ভারতীয় খৃস্টান যুবক আমেরিকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে খৃস্টান ধর্মের বই বিলি করছিল। পথচারীরা তাঁকে বলেন— আমরা তোমার কাছ থেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানতে চাই। এই বই আমরা পড়েছি। যুবকটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কারণ খৃস্টান হওয়ার পর সে যে নিজের ধর্ম ও গোত্র ভুলে গেছে। ভারতবর্ষের কথা জানবে কি করে? এ যে পাপীদের সংস্কৃতি, খৃস্টানরা এই তত্ত্ব শেখায়। যাদবপুরের ছাত্ররা মাওবাদী সংগঠন করতে গিয়ে নিজেদের পরম্পরাকে জানতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ এদের কাছে অর্থহীন।

সাম্প্রতিক খবর সুদানের মেয়েরা অন্যরকম প্রতিরোধ করেছে। সুদানে দীর্ঘদিন ধরেই জেহাদি যুদ্ধ চলছে। সুদান ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। যাকে বলা হয় failed State। মেয়েরা বলেছে এই জেহাদি অশান্তি শেষ না হলে তারা পুরুষ সঙ্গ করবে না। বুঝুন, একটা রাষ্ট্রের সংস্কৃতি কোথায় পৌঁছেছে! যাদবপুরের মাওবাদীরাও কি ভারতবর্ষকে সেই চোখেই দেখে? তারই প্রতিফলন কি চুম্বন কাণ্ডে?

ইসলামিক আন্দোলন এই পথে হেঁটেছে। ইসলাম শুরুর সময় থেকে নারীর অসম্মান করেছে। আই এস আই এবং আলকায়দা যৌন জেহাদ শুরু করেছে। জেহাদি যুবকদের সংগঠিত রাখতে ও যুবতীদের বিক্রি করে সেই অর্থ জেহাদের কাজে লাগানো আর যাই হোক কোনো উচ্চ আদর্শ বহন করে না।

মানুষের চরিত্রে চার প্রকার প্রবৃত্তি আছে— (১) পাশবিক, (২) আসুরিক, (৩) মানবিক, (৪) দৈবিক। মানুষ অভ্যাস ও সংযমের দ্বারা নিম্নবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটিয়ে উচ্চ প্রবৃত্তিতে উত্তরণ করে। সম্প্রতি যাদবপুরের প্রতিবাদের ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযমহীন জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। দিল্লীতে যখন দুর্নীতি ও কালো টাকা নিয়ে আন্দোলন হয়, তখন অসংখ্য যুবক এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কলকাতার এই যুবকেরা কিন্তু তখন মুখ ফিরিয়ে ছিল। জাতীয় কাজে তাদের মন নেই। ভারত আজ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের ৯৭ নম্বর থেকে ৪৭ নম্বরে উঠে এসেছে। বিপ্লব বিশ্বাসী যাদবপুরের ছাত্রদের এখানে কোনো ভূমিকা নেই।

যাদবপুরে ছাত্র আন্দোলনই হোক, বর্ধমানের খাগড়াগড়ের জঙ্গি কাণ্ড কিংবা কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন— সর্বত্রই সুজাত ভদ্রের মতো লোকেদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তিনি মানবাধিকার কমিশনের ছাতা মাথায় দিয়ে স্বচ্ছন্দ গমন করেন। আমার এক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। বারুইপুরের একটি স্কুলের শতবর্ষ উপলক্ষে স্কুল কর্তৃপক্ষ

ছাত্রদের মহাপুরুষের ছবি এঁকে আনতে বলেন। একটি মুসলমান ছাত্রী ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে হজরত মহম্মদের ছবি টাঙিয়ে দেয়। খবর পৌঁছে যায় মোল্লা-মৌলবীর কাছে। শিক্ষিকারা প্রথমে ভাবেন ছবিটি ভালো বলে মৌলবি সাহেবরা দেখতে আসছেন। কিছুক্ষণ পরেই টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মহম্মদের ছবি রাখার অপরাধে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে ক্ষমা চাইতে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ সুজাত ভদ্রকে টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের সাম্প্রদায়িক উস্কানির তদন্ত করতে বলে। সুজাত ভদ্র নাকি সব শুনে ফোন কেটে দেন। দু'দিন পরে অন্য এক ফোন থেকে তাঁকে ফোন করে বারুইপুরের ঘটনা জানায় এই প্রতিবেদক। তিনি বারুইপুরের ঘটনা জানেন না বলে জানান। কিন্তু দেখুন, ভারত-বিরোধী কার্যকলাপকারীদের আইনগত সাহায্য দেবার জন্য তিনি কতটাই না তৎপর, তিনি যদিও চুম্বন কাণ্ডের সমর্থন করেননি। কিন্তু যাদবপুরের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মদতদাতা।

এই কাণ্ডের সমর্থক আরেকজন হলেন কবীর সুমন। লোকে বলে, নারীতেই নাকি তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। দেশপ্রেমের আবেগ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। নিজে ছাত্রদের সমর্থন করেছেন। কবীর সুমন সমকামিতার সমর্থক ও বাহক। আসুরিক বৃত্তির সব গুণই মজুদ রয়েছে তাঁর চরিত্রে। বর্ধমান খাগড়াগড় কাণ্ডের এন আই এ তদন্তের বিরোধিতা করে নিজেকে ভারত-বিরোধী প্রমাণ করেছেন। সুজাত ভদ্র ও কবীর সুমনদের পরোক্ষভাবে ভারত বিরোধিতার আচরণ নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত।

সারা পৃথিবীতে যৌন ব্যবসার পরিমাণ ৪৬ লক্ষ বিলিয়ন ডলার। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে এ ব্যবসা হয়। সিনেমায় যৌনতার ব্যবহার নানাভাবে চলছে। এমনকী কিছু দৈনিক কাগজ প্রায় নগ্ন নারীচিত্র দিয়ে বিক্রি বাড়াতে চাইছে। কিন্তু এসবের বিরোধিতা করছে ভারতের মূল্যবোধসম্পন্ন প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিরা। তাই ভারতের শাশ্বত মূল্যবোধের ওপর আঘাত হানো— এটাই চাইছে তথাকথিত বিপ্লবের ধ্বজাধারীরা। এতে যুবক-যুবতীরা হয়ে উঠবে যৌন পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা। ব্যবসা আরও বাড়বে। সংবিধান আমাদের যে অধিকার দেয় তা কিন্তু আবার কর্তব্য দ্বারা সীমিত। আমার অধিকারের প্রয়োগ যদি অন্যকে আঘাত করে তবে তা করার অধিকার সংবিধান আমাকে দেয়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এ-কাজ আমাদের আঘাত করেছে। তাই তাদের এ আচরণ করার অধিকার দেয়নি সংবিধান।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের মানুষ হতে বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বাঙালি হয়ে রয়ে গেলাম। এখনও মানুষ হতে পারিনি। যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বাড়ির কুকুরটাও যেন বলছে— 'তোমরা আমাদের মতো হয়ে গেলে। স্থান কাল সব ভুলে শেষ পর্যন্ত রাস্তাঘাটে?'

মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দের চোখে জলের ধারা দেখতে পাচ্ছি।

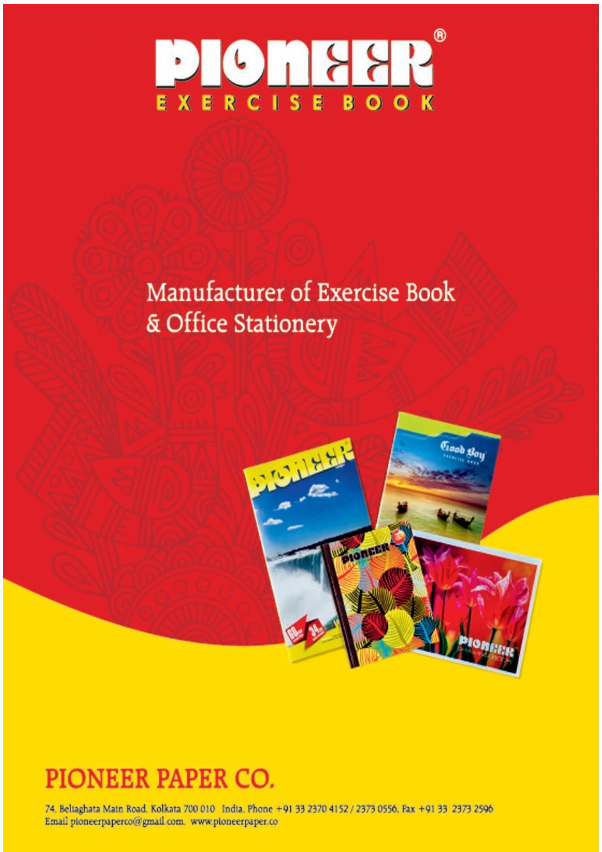

উপোসের উপযোগিতা

নবকুমার ভট্টাচার্য

'যদি পূর্ণ যৌবন চান, যদি নীরোগ শরীর নিয়ে দীর্ঘ জীবন চান তবে উপোস করুন।' সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি (সি সি এম বি) উপোস নিয়ে গবেষণার পর সেরকম কথাই জানাচ্ছে। পুরোদস্তুর উপোস করলে তো বটেই, মাঝে মাঝে এক-আধটা বেলা উপোস করলেও প্রভূত উপকার হয়। ধরুন দুপুরে ভূরিভোজ হয়েছে রাতের খাবারটা ত্যাগ করুন। হজম প্রক্রিয়া একটু বিশ্রাম পায় তাতে। সেই এনার্জি কাজে লাগে শরীরের নানান গঠনমূলক কাজে। গবেষণায় দেখা গেছে, উপোসে এনার্জি লাভ হয়। ক্যান্সার প্রতিরোধেও উপোস খুব শক্তিশালী, কারণ উপোসের সময় প্রাক্ ক্যান্সারের কোষগুলির বৃদ্ধি বা বিভাজন হয় না। হাইপ্রেসার কমাতেও উপোসের জুড়ি নেই। শুধু ডায়াবেটিস, হাইপার গ্লাইসেমিয়ার রোগীরা উপোস করবেন না, কারণ তাঁদের শরীরে শক্তিসংরক্ষণ কেন্দ্রগুলি ঠিকমতো কাজ করে না। আমাদের শাস্ত্রে একাদশীর উপবাস অবশ্য পালনীয় বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পূর্ণিমার উপবাস। খনার বচনে সুস্থ থাকার জন্য উপবাসের বিধান রয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে খনা ধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন। কোন কোন দিন উপবাস করতে হয় সে প্রসঙ্গে খনার বচনে রয়েছে—

শয়ন উত্থান পাশমোড়া
তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।
দুই ছেলের জন্মতিথি
বুঝে দেখ কর স্থিতি।।
পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট
এই নিয়ে কালকাট।।

অর্থাৎ শয়ন একাদশী, উত্থান একাদশী, পার্শ্ব একাদশী, ভীমএকাদশী, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, শিবচতুর্দশী, মহাষ্টমী— এই সকল দিনে উপবাস করতে হয়। বৃদ্ধ ও শিশুদের উপবাস নেই। এছাড়াও রয়েছে নবরাত্রির উপবাস। শাস্ত্র বলেছে, উপবাসের পূর্বদিন এবং পরদিন হবিষ্য করতে হয়। হবিষ্য অর্থাৎ একবেলা অন্ন এবং অন্যবেলা নামমাত্র আহার। উপোসের পূর্বদিন এবং পরদিন স্বল্পভোজন কর্তব্য। উপোসের

পরম্পরা

সময় পাকস্থলী ও অন্ত্র কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম পায়। বস্তুত আমাদের একটা খিদে ঘড়ি আছে, যে চার পাঁচ ঘণ্টা পর পর আমাদের খাদ্য গ্রহণের সিগন্যাল দেয়। যদি সিগন্যাল আমরা মিস করি তাহলে মানসিকভাবে আমরা ক্ষুধার্তবোধ করি, কিন্তু শারীরিকভাবে অন্তত ২৪ ঘণ্টার আগে কিছুই হওয়ার নয়। উপোসের সময় শুধু তরল খাদ্য চলবে। নির্জলা উপোস সকলের জন্য নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, আমরা যে খাবার প্রত্যহ খাই তার সবটুকুই প্রত্যহ হজম হয় না। তার অবশিষ্টাংশ রয়ে যায়। সপ্তাহে একদিন উপোস করলে ওই অবশিষ্টাংশ খাদ্য হজম হয়ে যায়। উপোস ভাঙুন সহজপাচ্য হালকা খাবার দিয়ে। ফলের রস বা দুধ খেতে পারেন। একসঙ্গে অনেকটা খাবার খেয়ে ফেলবেন না। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে নিয়ন্ত্রিত উপোসের বিরাট ভূমিকা। আথ্রাইটিস, ডিমেনসিয়া, মৃগী, হাইপ্রেসার, কোলেস্টরল, হৃদরোগ, পেটের রোগ কমাতে এবং ব্রেনকে অ্যাকটিভ রাখতে, শরীরকে টক্সিন মুক্ত করতে সপ্তাহে একবার তাই উপোস করা খুব জরুরি।

নির্জলা উপবাস সকলের জন্য নয়। তবুও অনেকেই জন্মাষ্টমী, রামনবমীর উপবাস বিশেষ করে শিবরাত্রির উপবাস নির্জলা করেন। চরক তাঁর আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এই নির্জলা উপবাসকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, বছরে একবার বা দু'বার নির্জলা উপবাস করা যেতেই পারে। এই উপবাস ভঙ্গের পর তিনি একপলা গরম গাওয়া ঘি ও কাঁঠালিকলা খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। গরম ঘি সহ কাঁঠালিকলা বায়ু এবং পিত্তকে সংযত রাখে। এর সঙ্গে গোলমরিচ দিয়ে খেতে বলেছেন সুশ্রুত।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি মূল্য ১০.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

প্রাচীন ভারতের নারী-রাজ্য

শতভিষা সরকার

রাজা, রাজ্য, রাজনীতি, রাজতন্ত্র এইসব ব্যাপারে শুধু পুরুষদেরই যে একাধিপত্য ছিল তা নয়, নারীদেরও অধিকার ছিল। প্রাচীন ভারতে বেশ কয়েকটি নারী-রাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানা যায় সে যুগের সাহিত্য থেকে। 'জৈমিনি ভারত' গ্রন্থের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে আমাজন নামে একটি নারী-রাজ্যের উল্লেখ আছে যার অধিপতি ছিলেন প্রমীলা নামে এক বীরাঙ্গনা; যিনি পাণ্ডব-বংশীয় বীর অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যের বহুস্থানে নারী-রাজ্যের এবং নারী শাসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। আজও পৃথিবীর অনেক দেশ পরিচালনা নারীই প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন।

সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ্ ভারত ভ্রমণে আসেন। তখন ভারতে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্ব। তিনি বহুদিন ধরে সমগ্র ভারত-ভ্রমণ করে দেশে ফিরে একটি গ্রন্থ লেখেন যাতে তাঁর এই ভ্রমণ-কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। সেই গ্রন্থটির নাম— 'সি-য়ু-কি'। সেই গ্রন্থে তিনি ভারতের দুই প্রান্তে দুইটি প্রসিদ্ধ নারী-রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি রাজ্য, ব্রহ্মপুত্র দেশের উত্তরদিকে বর্তমান কুমায়ুন-গাড়োয়াল সন্নিহিত হিমাচলপ্রদেশে অবস্থিত; যার নাম তিনি দিয়েছেন 'পূর্বনারী-রাজ্য'। আর অপরটি হলো, বর্তমানে বালুচিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত লাংকারার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত; যার নাম তিনি দিয়েছেন 'পশ্চিম নারী-রাজ্য'। পূর্ব নারী-রাজ্যের নাম ছিল 'সুবর্ণগোত্র'। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় হিউ-এন-সাঙ্ কথিত 'পশ্চিম-নারী-রাজ্যটির' অবস্থান বলা হয়েছে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল। যা হোক আটকিন্‌সন্ রচিত 'হিমালয় জেলা' নামক গ্রন্থেও পার্বত্য অঞ্চলে নারী-রাজ্যের কথা পাওয়া যায়। তিনি 'নুওয়াং' নামে এক তিব্বতী উপজাতির কথা বলেছেন, যারা নারী কর্তৃক শাসিত হোত। সেই সময়ে সেই উপজাতির রাজ্ঞী ছিলেন 'পিনচিন্'।

এই রাজ্যগুলিকে 'নারী-রাজ্য' বলার কারণ হলো, এই সব রাজ্যের শাসনকর্ত্রীরা বংশপরম্পরায় নারী। বহু প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা এই রাজ্যগুলি শাসন করে আসছেন। এইসব নারীর স্বামীরা নামেই রাজা ছিলেন; শাসনকার্য পরিচালনা করার অধিকার ছিল না। এই নারী-রাজ্যের রাজারা জমিজমা চাষবাস করতেন; সেগুলির বিলিবণ্টন করতেন আর একান্ত প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে যেতেন। দুর্ভাগ্যবশত এই নারী-রাজ্য দু'টির শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্য, এই সব রাজ্যের শাসনকর্ত্রীরা রাজ্য শাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শিনী ছিলেন।

প্রাচীন ভারতে আরও একটি নারী-রাজ্যের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় সেটি ওড়িশার ভৌমকর বংশীয় রাজ্য। সাধারণভাবে ভারতবর্ষে নারীরা রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারতেন না। প্রাচীন ওড়িশার ভৌমকর বংশে বিভিন্ন সময়ে ছয়জন সম্রাজ্ঞী রাজ্য পরিচালনা করেছেন। সেই যুগে এটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। অথচ তখন দত্তক গ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ভৌমবংশীয় রাজাদের সেই প্রথা আজানা ছিল না। নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভৌমকর বংশীয়রা নিম্ন ওড়িশা অঞ্চলে রাজত্ব করে গেছেন।

এই বংশের প্রথম রাজ্ঞী প্রথম ত্রিভুবন মহাদেবী। তিনি ছিলেন রাজা ললিতহারের পত্নী এবং দক্ষিণ নাগবংশীয় সামন্ত রাজমল্লের কন্যা। তাঁর অপর নাম ছিল সিদ্ধগোরী। একটি প্রত্নলিপি থেকে জানা যায় যে, রাজা তৃতীয় শুভাকরের অকালমৃত্যুর পর, তাঁর মাতা ত্রিভুবন মহাদেবী তাঁর পৌত্রের নাবালক অবস্থায় কয়েক বৎসর ব্যাপী রাজ্যশাসন করেছিলেন। তিনি প্রাচীন ওড়িশার এক বিখ্যাত সম্রাজ্ঞীর 'গোস্বামিনী' উপাধিকে অনুসরণ করে নিজেও এই উপাধি ধারণ করেন। ভৌমকর বংশীয়গণ বৌদ্ধ হলেও তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত।

সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ত্রিভুবন মহাদেবী ছিলেন রাজা চতুর্থ শুভাকরের পত্নী। শুভাকর ছিলেন তৃতীয় শিবকর রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তৃতীয় শিবকরের মৃত্যুর পর ত্রিভুবন মহাদেবী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল পৃথ্বীমহাদেবী। তিনি কোশলের রাজা 'স্বভাবতুঙ্গের কন্যা। তিনি নিষ্ঠাবতী বিষ্ণু উপাসিকা ছিলেন। শৈবধর্মীয় নানা প্রতিষ্ঠানে তিনি অকাতরে দান করতেন।

রাজা পঞ্চম শুভাকরের মৃত্যুর পর, চারজন সম্রাজ্ঞী পরপর এই রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমা ছিলেন গৌরীমহাদেবী। তিনি ভৌমকর বংশীয় সবশেষ পরিজ্ঞাত রাজা পঞ্চম সুভাকরের পত্নী। তারপর তাঁর কন্যা দণ্ডী মহাদেবী সিংহাসন আরোহণ করেন। দণ্ডী ছিলেন মহাদেবের উপাসিকা। তিনি প্রায় আট বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের দু'টি সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়— ভৌমকর বর্ষ ১৮০ ও ১৮৭। সম্ভবত এই দু'টি সময় হবে খৃস্টীয় ১০১১ ও ১০১৮ অব্দ। এই উভয় রাজ্ঞীর শাসন বিষয়ে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

দণ্ডী মহাদেবীর পর তাঁর স্থলাভিষিক্তা হন তাঁর বিমাতা ভঞ্জ পরিবারের কন্যা বকুল মহাদেবী। তাঁর শাসনকালেরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তারপর তাঁর স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা তৃতীয় শান্তিকরের পত্নী ধর্ম মহাদেবী শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনিই ভৌমকর বংশের শেষ নারীরাজা। ■

ওডিশা নামের উৎস সন্ধানে মহাকাল পর্বত

<u>রাজকুমার জাজোদিয়া</u>

ওড়িশা রাজ্যের বর্তমান সরকারি নাম ওডিশা। ওডিশা অতীতে কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। কলিঙ্গ নামটি মহাভারত এবং রামায়ণ মহাকাব্যে পাওয়া যায়। বর্তমান ওডিশা রাজ্যের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ

মহাকাল শিব

ও ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমে ছত্তিশগড়, দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর রয়েছে। এই রাজ্যের দক্ষিণাংশ পূর্বঘাট পর্বত। উত্তরাংশ মালভূমি এবং কেন্দ্রীয় ও উপকূলীয় অংশ সমভূমি নিয়ে গঠিত। অতীতের কলিঙ্গ এবং বর্তমানের ওডিশার সীমানার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে উপকূলীয় সমভূমির সীমানার মধ্যে। এই সমভূমি দক্ষিণে গোদাবরী নদী থেকে উত্তরে সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোদাবরীর দক্ষিণে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ এবং সুবর্ণরেখার উত্তরে ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। ইতিহাসে নদনদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওডিশার ক্ষেত্রে মহানদী, ব্রাহ্মণী এবং বৈতরণী নদীগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিখ্যাত মহাকাল পর্বত ওডিশার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থান করছে। বর্তমানে মহাকাল মধ্যপ্রদেশের অংশ হয়ে আছে। মহাকাল শব্দের অর্থ মহাশিব। প্রাচীনকালে মহাকাল পর্বতকে মহাশিবের প্রতীক মনে করা হোত। মহাকাল এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে বিখ্যাত মহানদী। প্রাচীনকালে মহানদীর উৎসস্থল মহাকাল পর্বতকে ধরা হোত। প্রমাণ হিসাবে এই পর্বত থেকেই কয়েকটি ছোটনদী মহানদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আছে। মহানদীর নামকরণে 'মহাকাল' নামের প্রথম ধ্বনি 'মহা' নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মহা+নদী□ মহানদী হয়েছে। এই মহানদী দ্বারাই গঠিত হয়েছিল কলিঙ্গের কেন্দ্রীয় ও মোহনার সমভূমি। কলিঙ্গ শব্দ বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় : কাল+লীন+অঙ্গ। এখানে 'কাল' শব্দের অর্থ মহাকাল পর্বত। অভিধান অনুয়ায়ী 'লীন' শব্দের অন্যতম অর্থ 'সংলগ্ন' এবং 'অঙ্গ' শব্দের অর্থ ভূ-ভাগ বা ভূখণ্ড। মহাকাল সংলগ্ন কলিঙ্গকে স্মরণ রাখার জন্য মহানদীর মোহনাংশে ভুবনেশ্বরে নির্মাণ করা হয়েছিল বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দির। কলিঙ্গদেশ প্রথমে মোহনার সমভূমিতে গঠিত হয়ে একদিকে তটভূমি এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ভূমিতে বিস্তার লাভ করে। এক সময় সমভূমির অভাবে কলিঙ্গ ব্রাহ্মণী নদী ধরে উত্তর পশ্চিমদিকে বর্তমানের সুন্দরগড় জেলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এই দিকটি হচ্ছে মালভূমি, সহজ কথায় উচ্চভূমি। কলিঙ্গ যখন উচ্চভূমিতে যায় তখন নতুন উচ্চ ভূমি উচ্চ বা উৎকলিঙ্গ নামে পরিচিত হয়। এই উৎকলিঙ্গ নামটি নিম্নভাবে বিবর্তিত হয়।

উৎকলিঙ্গ□ উৎকলি□ উৎকল

আবার এই উৎকল আরো উত্তর-পশ্চিমে বৈতরণী ধরে বিস্তার লাভ করে। এই উত্তর-পশ্চিম দিক আরো উচ্চ বা উচ্চতর ছিল। তাই উৎকল-এর 'উৎ' ধ্বনি এবং তুলনামূলক শব্দ 'তর' যোগ হয়। অর্থাৎ উৎ + তর□ উড্র হয়। যেমন উৎ + ডীন□ উড্ডীন হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে 'ৎ' ও 'ত' ধ্বনি 'ড' হয়ে যাচ্ছে। আবার উচ্চারণ ভেদে উড্র ধ্বনি 'ওড্র' হয়ে যায়। ওড্র বর্তমানের কেওনঝড় ও ময়ূরভঞ্জ জেলা পর্যন্ত ধরা যায়।

আবার 'উড্র'-এর অনুকরণে উড়িষ্যা এবং 'ওড্র'-এর অনুকরণে ওডিশা বা ওড়িশা হয়ে যায়। যেমন 'মনু' থেকে 'মনুষ্য' হয়েছে। অভিধান থেকে জানা যায়, 'ওড্ডিশঃ' শব্দের শিব।।

উচ্চ কৈলাস পর্বতে বসবাস করার জন্য শিবের নাম উড্ডিশঃ।

তাৎপর্য হচ্ছে, যে ভূখণ্ড উচ্চ বা উচ্চতর স্থানে অবস্থান করে তাকে এক কথায় 'ওডিশা' বলা হয়। বিষয়টি নিম্নভাবে লেখা যায়।

কাল + লীন + অঙ্গ□ কলিঙ্গ
উৎ + কলিঙ্গ□ উৎকলি বা উৎকল
উৎ + তর□ উদ্র বা ওড্র
উড্র□ উড়িষ্যা
ওড্র□ ওডিশা বা ওড়িশা

সম্পূর্ণ বিষয়টি সংক্ষেপে লেখা যায়, মহানদীর অববাহিকা অঞ্চলে কলিঙ্গ, ব্রাহ্মণীর অববাহিকায় উৎকল এবং বৈতরণীর অববাহিকায় ওড্র অবস্থান করত। সহজ কথায়, এক বিরাট রাজপ্রসাদের ভূমিতল হচ্ছে কলিঙ্গ, প্রথম তল উৎকল এবং দ্বিতল ওড্র আর সম্পূর্ণ রাজপ্রসাদটি হচ্ছে ওড়িশা বা ওডিশা রাজ্য। যে রাজ্যে ভাষা ওড়িয়া। আমরা ভুল করি বারবার উড়িয়া লিখে বা বলে। রাজ্য হিসেবে ওডিশার জন্ম ১৯৩৬-এর ১ এপ্রিল।

গড়ে ওঠার গল্প

নবাঙ্কুর

রতন এবং একজন মানুষ

কৌশিক গুহ

রোজই সূর্য ওঠার আগে মাছ ধরে বন্দরে ভেড়ে ট্রলারগুলো। একটার পর একটা মাছভর্তি ট্রলার ঢুকতেই হইচই শুরু হয়ে যায়। রতন সামন্ত শেষ রাত থেকে ব্যস্ত। তিনটে ট্রলার খাটছে। বছর দুয়েক আগে একটা ট্রলার ডুবে গেছে। লোকসান হয়েছে অনেক। ট্রলারের চারজন লোক সাঁতার কেটে অন্য ট্রলারে উঠে পড়েছিল। রতন সামন্তর মনের অবস্থা কেউ বুঝতে পারেনি। খুব শক্ত ধাতের মানুষ। অত বড় লোকসানের পর দিব্যি হেসে কথা বলেছে সকলের সঙ্গে। শুধু তো নিজের ব্যবসা নয় অন্যদের কথাও ভাবতে হয়। রতন মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক। তাকে লক্ষ্য রাখতে হয় সকলের সুবিধে অসুবিধের দিকে। লম্বা বলিষ্ঠ গড়ন। গায়ের রঙ কালো। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে। গলা গম্ভীর। আগে নিজে মাছ ধরতে যেত। এখন যায় না। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। দায়িত্ব বেড়েছে। লোকে ভরসা করে তাকে। সবরকম ঝামেলা সামলাতে পারে। এই কাজে রয়েছে এগারো বছর বয়স থেকে। এখন কাঁথি শহরে তার বাড়ি গাড়ি। শেষ রাতে মোটর বাইক চালিয়ে চলে আসে। তখন থেকে কাজ আরম্ভ হয়। সকাল আটটা পর্যন্ত প্রচণ্ড চাপ থাকে কাজের। মাছ চলে যায় ট্রাকের পর ট্রাকে। লোকজন বুঝে নেয় পাওনাগণ্ডা। হইহই ব্যাপার। কোনোরকম বিশৃঙ্খলা নেই। নিয়মে কাজ না করলে চলবে কেন? সমুদ্রকে প্রণাম করে দিনের কাজ শুরু করা। আবার প্রণাম করে ফেরা। শেষ রাতে যখন আসে তখন সমুদ্রের একরকম রূপ। ভোরের সময় অন্যরকম। তারপর সকাল হয়। সারা বছরের কাজ। রোজ একরকম নয়। প্রতিদিনই নতুন মনে হয় সকালটা। কোনো কোনো সময় আবহাওয়া খারাপ থাকে। তখন ভাবনা ট্রলার আর নৌকোগুলো ঠিকমতো যেন ফেরে। ব্যবসার সঙ্গে ভাবতে হয় এতগুলো মানুষের নিরাপত্তার কথা। প্রত্যেকের জীবনের মূল্য আছে। রতন সামন্তর ব্যবহারের জন্যে সকলে তাকে পছন্দ করে। কেউ কোনো অভিযোগ জানাতে গেলে মন দিয়ে শোনে। তারপর নিজে বলে। ভেবেচিন্তে স্পষ্ট কথা। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় একইরকম ব্যস্ততা।

মাছ নিয়ে কয়েক ঘণ্টার ব্যস্ততা আটটার মধ্যে শেষ। তার মধ্যে কয়েকবার চা খাওয়া হয়ে যায়। রতনের কোনো নেশা নেই। নেশা একটাই কাজের। কাজে মেতে থাকলে অন্য কোনো কথা মনে থাকে না। আটটার পর জলখাবার খায়। বাড়ি থেকে রুটি তরকারি আসে। পরিমাণে অনেকটাই পাঠায় বাড়ি থেকে। কয়েকজন ভাগাভাগি করে খায়। অল্পবয়সী কয়েকটি ছেলে কাজ করে। তাদের সুবিধে-অসুবিধে সব দেখে রতন। মৎস্য বন্দরের লোকজন অবাক হয় রতন সামন্ত কীভাবে অত লোকের নাম জানে। আসলে সব কাজের মধ্যে মিশে আছে ভালো লাগা, ভালোবাসা। তারই টানে মেতে থাকা চার দশকের বেশি সময়। অনেকেই তো বন্দর দেখতে আসে। মাছ যারা ধরে তাদের সম্বন্ধে জানতে চায়। ছবি তোলে দামী ক্যামেরায়। সমুদ্র, মানুষ, ট্রলার, নৌকো, জাল, মাছ এসব ভালো ছবির বিষয় মনে করে। কত স্থিরচিত্র ধরা রয়েছে। রতনের সামনে প্রতিদিন একের পর এক স্থিরচিত্র। পাশাপাশি চলমান চিত্র। এই ছবি তার কাছে কখনও পুরনো মনে হয় না।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। মনে হয় এই তো সেদিন! খুব গরিব একটা ছেলে আসত মাছ চাইতে। বন্দরে অনেক মাছ পড়ে থাকে। কুড়িয়ে বা চেয়ে নিয়ে যেত। সেই মাছ বেচে বাড়িতে চাল কিনে নিয়ে ঢুকত। ছেলেটাকে কেউ বকত না। রোজ নিয়ম করে আসত। কেউ কেউ সদয় হয়ে মাছ দিত। একদিন তাকে ডাকল একজন। জিগগেস করল অনেক কথা। নাম ঠিকানা বাড়িতে কে কে আছে মাছ নিয়ে কি করে ইত্যাদি। কতটা লেখাপড়া করেছে তাও জেনেছিল। ছেলেটা একটু রেগে যাচ্ছিল মনে মনে। তোমাদের কাছে মাছ চেয়েচিন্তে নিয়ে যাই বলে এত কথা জানতে চাইছো কেন?

পরের দিন লোকটাকে দেখে ছেলেটা এড়িয়ে যাচ্ছিল। লোকটা ডেকে নিয়ে গেল তার বসার জায়গায়। বসতে বলল। তার জন্যে খাবার আনতে বলল একজনকে। তারপর সরাসরি বলল, 'এভাবে চেয়েচিন্তে মাছ না নিয়ে গিয়ে এখানে কাজ করবি? মাছ ধরা শিখবি?' ছেলেটা অবাক। কিছু বলার আগেই লোকটা বলল, 'এর জন্যে টাকা পাবি। মাছ বেচে তোকে বাড়িতে চাল নিয়ে যেতে হবে না। বাড়িতে খাওয়ার ভালো মাছ পাবি।' ছেলেটা রাজি হয়ে গেল। লোকটা একজনকে ডেকে বলল, 'গোবিন্দ শোন, একে তোমরা চেনো। আমি ওকে কাজে নিচ্ছি। ওকে তোমরা কাজ শিখিয়ে দেবে যত্ন করে।' অল্পদিনের মধ্যে কাজ শিখে নিল ছেলেটা। চটপট সে হয়ে উঠল সকলের প্রিয়।

যে লোকটা তাকে কাজে নিয়েছিল তার নাম জগন্নাথ দাস। রতন চোখ বুজে বিশ্রাম নেওয়ার সময় জগন্নাথ দাসের কথা ভাবে। সেদিনের সেই ছেলেটাই তো আজকের রতন। জগন্নাথ কোনোদিন তাকে বাবু বলতে দেয়নি। প্রথমেই বলেছিল, 'আমাকে কাকা বলবি।' রতন সারাজীবনে ওইরকম মানুষ আর দেখেনি। বাবার মতো মানুষ। প্রতিদিন তার ছবির সামনে একবার দাঁড়ায় রতন।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

রঙ ভরো

প্রশ্নবাণ

১. পৃথিবীর পরিযায়ী পাখিদের সম্বন্ধে সচেতনতা জাগানো ও তাদের রক্ষার জন্যে বছরে একটি দিন 'বিশ্ব পরিযায়ী দিবস' হিসেবে চিহ্নিত? দিনটি কবে? কোন সাল থেকে শুরু?

২. রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কবে প্রতিষ্ঠিত? ওই দিনটি কীভাবে পালিত হয়?

৩. ভারতীয় যাদুঘর কোথায়? তার বয়স কত? কবে প্রতিষ্ঠিত?

৪. বোটানিক গার্ডেনস্ কোথায়? এখনকার নাম?

৫. এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : ১. প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিন। ২০০৬ থেকে। ২. ১৬ অক্টোবর ১৯৪৫। বিশ্ব খাদ্যদিবস। ৩. কলকাতায়। দুশো বছর। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮১৪। ৪. শিবপুরে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনস্। ৫. স্যার উইলিয়াম জোনস্।

ফিরে পড়া

ভারতলক্ষ্মী

অতুলপ্রসাদ সেন

উঠো গো ভারতলক্ষ্মী। উঠো আদি জগৎ-জন-পূজ্যা!
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, করো দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, করো সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি-কোটি নরনারী গো।

কাণ্ডারী! নাহিকো কমলা, দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে,
তোমার অভয়-পদস্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

ভারত-শ্মশান করো পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ, করো পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ-পুঞ্জে,
পুনঃ বিমল করো ভারত-পুণ্যে।
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

সুস্থ সমাজ গঠনে মায়ের ভূমিকা

সুতপা ভড়

সংবাদপত্র, দূরদর্শন, ইন্টারনেট সর্বত্র দেখছি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অপরাধ সমান্তরালভাবে বেড়ে চলেছে। দুশ্চিন্তার বিষয় এইসব অপরাধে শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর- কিশোরী থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধরাও সামিল হচ্ছেন অথবা হয়েছেন এর শিকারে। আর্থিক স্বচ্ছলতা সমাজে এসেছে। আমরা পরীক্ষা দিয়ে গুটিকতক ডিগ্রি উপার্জন করে নিজেদের শিক্ষিত বলে বুক ফুলিয়ে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সত্যিই কি আমরা সভ্য, ভদ্র হতে পেরেছি? যদি পারতাম তাহলে চারদিকে নানারকম বিকৃতমনের পরিচয়বহনকারী অপরাধ কি ঘটত? কেন মেয়েরা বাড়ির বাইরে বেরোলে আমরা চিন্তাগ্রস্ত হই। এই সমস্যার জন্য দায়ী কে? মেয়েদের সাধারণত মা, কাকিমা, ঠাকুমা, দিদিমারা উঠতে বসতে আকারে ইঙ্গিতে নানারকম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কীভাবে চলা, বসা, কথা বলা, খাবার পরিবেশন করা, অতিথি সৎকার করা, রুচিসম্মত পোশাক-পরিচ্ছদ পরা—এগুলো পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরে ঘরে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা বিশ্বাস করি মেয়েদের যদি সুশিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারা পরবর্তী জীবনে দুটি পরিবারকে সুখে রাখতে এবং নিজেরাও সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত করতে পারবে। একটু ভাবুন তো, বাড়ির ছেলেদের পড়াশুনোর শিক্ষা ছাড়া আনুষঙ্গিক পারম্পরিক শিক্ষা কতগুলি বাড়িতে দেওয়া হয়? অথচ পরিবারের সবথেকে ভাল জিনিসটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা পুত্রসন্তানের জন্য রেখে দিই।

অঙ্গনা

এজন্য মায়েদের বেশি পরিমাণে সজাগ হওয়া জরুরি। মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদেরও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রয়োজন এটা অনুভব করে তার প্রয়োগ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি— (১) কুরুচিপূর্ণ সিনেমা, দূরদর্শনের অনুষ্ঠান আমরা যেন পারিবারিক তথা সামাজিক ভাবে বয়কট করি।

(২) কমপিউটার গেম-এ পাত্রপাত্রীদের উত্তেজক পোশাক ও হিংস্রতা থেকে যেন শিশুদের দূরে রাখি। কমপিউটার বাড়িতে এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে শিশুদের ক্রিয়াকলাপ আমাদের নজরে থাকে। কমপিউটারের সাধারণ জ্ঞান আমাদেরও রাখা উচিত— এ ব্যাপারে সন্তানরাই আমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকা হতে পারে।

(৩) সন্তানের ইন্টারনেট ব্যবহারে কঠোরভাবে নজর রাখা দরকার। কেননা ইন্টারনেট যেমন জ্ঞানের সমুদ্র, তেমনি আপনার সন্তানকে অতল গহ্বরে নামিয়ে দিতে পারে।

(৪) আমরা যেন শিশুদের সঙ্গে মোবাইল ফোনের ব্যবহার- অপব্যবহার দুটোই আলোচনা করি এবং উচিত কাজে তাদের উৎসাহিত করি।

(৫) সন্তানের চব্বিশ ঘণ্টার ক্রিয়াকলাপ যেন আমাদের নখদর্পণে থাকে। তাদের পড়াশুনোর দেখাশুনো মায়েদের করাই ভাল। শিশুদের বিদ্যালয়/কোচিং সংস্থার শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সহজ সরল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সন্তানদের গতিবিধির খবর পেতে থাকব।

(৬) বন্ধুর মতো মিশতে হবে নিজের সন্তানের সঙ্গে। তাদের পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্রের গল্প বলতে হবে। নিজের প্রয়োগাত্মক অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শিশুরা এবং বড়রা সবাই ভালভাবে এগুলো শুনতে চায়। শুধু তাই নয় নিজেদের মধ্যে ওই চরিত্রগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করে।

(৭) সন্তানের মধ্যে ভালো বই পড়ার অভ্যেস তৈরি করতে হবে। মহাপুরুষদের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, রামায়ণ, মহাভারত যেন তারা অবশ্যই পড়ে। কারণ এগুলির মধ্যেই তারা জীবনের জটিলতাকে সহজ-সরল করে তোলার দিশা খুঁজে পাবে।

(৮) ছেলেমেয়েদের শারীরিক ব্যায়াম জরুরি— আমরা মায়েরাও যেন মাঝে মাঝে তাদের খেলার সঙ্গী হই, এতে আমরা ওদের মনের অনেক কাছে পৌঁছে যাব।

(৯) ওদের দায়িত্ব দিন— তবেই ওরা দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে, ভালো কাজের দায়িত্ব নেবে আর খারাপ কাজ থেকে এই দায়িত্ববোধই ওদের দূরে রাখবে।

(১০) সর্বোপরি 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও'— নীতি যেন আমরা মায়েরা অনুসরণ করি; কারণ আমরা যেমন, আমাদের সন্তানরাও তেমন হবে। আমগাছে আমই হয়। সেজন্য আমাদের মায়েদের নিজেদের কাজ ও ভাবনায় স্বচ্ছতা আনতে হবে সবার আগে। যে কাজগুলি আমরা আমাদের সন্তানদের থেকে প্রত্যাশা করি, সেগুলি যেন সর্বাগ্রে নিজেরা পালন করি।

ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং মহানপুরুষদের জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে আমরা মায়েরা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ মায়ের সুসন্তানরাই গড়ে তুলবে সুস্থ-সুন্দর সমাজ, যার জন্য সমগ্র বিশ্বে ভারতবর্ষের স্থান পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ■

অতিথি কলম

নিছক তৈলমর্দন না করেও জাতীয় মহাপুরুষদের স্মরণ করা যায়

স্বপন দাশগুপ্ত

> মহাত্মা গান্ধী যদি সর্দার প্যাটেলকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করতেন সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ভারতের ইতিহাস অন্য খাতে বইতো।

আমাদের কারুর কারুর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বা কোনো আদর্শে বিশ্বাসের সূত্রে কেউ মনে করতে পারেন ৩১ অক্টোবর জাতীয় জীবনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুদিন হিসেবে স্মরণীয়, আবার কেউ ভাবতে পারেন নানা দিনটি জাতিকে একসূত্রে বাঁধা দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন হিসেবে স্মরণীয়। এই দ্বিতীয় সূত্রেই দিনটি 'জাতীয় একতা দিবস' হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

বিগত বছরগুলিতে বরাবর আমরা প্রভাতি সংবাদপত্রের পাতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এমনকী সরকারি অধীনস্থ সংস্থাগুলির পক্ষে ৩১ অক্টোবর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিশাল ছবিসহ বিজ্ঞাপিত হতে দেখেছি। শ্রীমতী গান্ধীর শহীদ হওয়ার ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থায় কোনো ফাঁক ছিল না। দূরদর্শন ফি বছর যে বাড়ির বাগানে তিনি নিহত হয়েছিলেন সেখানে অনুষ্ঠিত প্রার্থনাসভার সরাসরি সম্প্রচার করত। সমস্ত মিডিয়ার ফোকাস গিয়ে পড়ত নেহরু গান্ধী পরিবারের জীবন্ত রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীদের ওপর।

কিন্তু এবার দান উলটে গেছে। মিডিয়ার তাবৎ ঝলকানি ঠিকরে পড়ছে 'একতা দৌড়ের' ওপর যা নাকি বিশেষ করে আয়োজিত সেই লৌহপুরুষের স্মরণে এবং অনেকের ধারণায় যিনি হতে পারতেন স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। বাস্তবিক কংগ্রেস দলের পক্ষে অতি কার্পণ্যে প্রকাশিত এক আধটা বিজ্ঞাপন বা দূরদর্শনে কদাচিৎ দু' একটি দুর্লভ আলোচনা ছাড়া স্বাধীনোত্তর নবীন ভারতের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ এক কর্ণধারের কথা প্রায় মুছে যেতেই বসেছিল দেশ থেকে।

পরিবর্তিত কালপর্ব :

বাস্তবিক সময় হয়েছে মানদণ্ডটিকে একটু অন্যদিকে বাঁকানোর। মনে হয় না কি দীর্ঘকাল ধরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস কেবলমাত্র একটি পরিবারকে ধরেই আবর্তিত হয়েছে? হ্যাঁ, নাটকের কমিক বা আরোপিত চরিত্রের মতো ছুটকো ছাটকা দু' একজন মাঝে মধ্যে তাদের ছোট ছোট পার্টগুলোর অংশ নিয়েছেন মাত্র। অনেকটা যেন রিলিফ দেওয়ার ভূমিকায়।

ভেবে দেখুন, নেহরু গান্ধী পরিবারের তিনজন প্রধানমন্ত্রী ৩৬ বছর ধরে আর একজন পেছন থেকে ১০ বছর ভারত শাসন করার কি গভীর ছাপ সমকালীন ভারতবর্ষ ও তার সামাজিক জীবনের ওপর ফেলেছেন!

তাঁদের ভূমিকাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া বা মুছে ফেলা অবশ্যই কমিউনিস্ট সুলভ অপছন্দের বা অস্বস্তিকর ব্যক্তিকে দেশের ইতিহাস থেকে সমূলে লোপাট করে দেওয়ার মতো তীব্র মিথ্যাচার করার অনুকরণই হবে। তবে তার মানে কখনই এই নয় যে তাঁদের স্মৃতিই শুধু দেশের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য আর কারুর নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠবেই, ইতিহাসে কি ঘটতে পারত তা কখনই বাস্তবে কি ঘটেছে তার বিকল্প হতে পারে না। অবশ্যই সমগ্র কংগ্রেস দলের গরিষ্ঠাংশের মতামতকে

মান্যতা দিয়ে মহাত্মা গান্ধী যদি সর্দার প্যাটেলকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করতেন সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ভারতের ইতিহাস অন্য খাতে বইতো। তাই লোকসভায় নরেন্দ্র মোদীর বিপুল জয়ের পর সারা দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক আবেগের বন্যা বয়ে চলেছে তা আসলে দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে নেহরু ঘরানার স্টিমরোলারে অবরুদ্ধ রাখা স্রোতধারার তীব্র নির্গমন। বাধাবন্ধনহীন, অনর্গল। এই কারণে দেশবাসীকে এ জগৎ মুরুব্বি বা কর্তাব্যক্তির ভূমিকায় থাকতে অভ্যস্তরা উপহাস বিদ্রূপ শুধু নয়, পারলে শূলেও চড়িয়ে দিতে পারে। তবুও এরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে দেশের ইতিহাসের প্রতি বিকল্প দৃষ্টিপাতের সত্য কাহিনী।

নীরদ চৌধুরী :

বিদগ্ধ চিন্তাবিদ নীরদ সি চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত বই 'হিন্দুইজম'-এ লিখে গেছেন— ভারতবর্ষের ওপর সংঘটিত দীর্ঘ 'ধর্মীয় ধ্বংসোন্মাদনার' কথা (Religious Vandalism)। খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ঘটে চলা নিরবিচ্ছিন্ন ধর্মীয় সন্ত্রাসে ভারতবর্ষ ছিল কম্পমান। নীরদবাবু লিখেছেন, ''এই সময় পর্বে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের সময়কার সমস্ত মহান ঐতিহ্যশালী শহরগুলিকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়। এই কাজ করেছিল মুসলমান আক্রমণকারী ও বিজেতারা। হায়! সেই সময় দূর দূর থেকে শুধু দৃশ্যমান ছিল বিগ্রহ সমেত চূর্ণ হওয়া মন্দিরগুলির মলিন ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু অত্যন্ত গভীর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে নীরদবাবু এও লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে এতদ সত্ত্বেও মন্দিরগুলি পরিত্যক্ত হয়নি, ''হিন্দুরা তাদের ভগবানের বাড়িকে ভুলে যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেসুইট পাদ্রী ও আখিক Tiflenthaler যখন ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে মালাবার পথে পরিভ্রমণ করছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে সন্ধ্যা অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই মন্দির প্রাঙ্গণগুলিতে অধিবাসীরা তাদের ভূলুণ্ঠিত বিগ্রহগুলির উদ্দেশে নিভু নিভু মৃন্ময় প্রদীপের শিখায় প্রণাম জানাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই কারণে তাদের জীবনের নিরাপত্তা নিখুঁত হওয়ার ঝুঁকিও ছিল।"

নীরদবাবু লিখেছেন--- জেসুইট যাজকের এই বিবরণ কি আপনার হৃদয়কে দীর্ণ করে না? অবশ্যই করে। সেই সঙ্গে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দেয়। তাহল জাতির যৌথ স্মৃতি, ভাবনা, বিশ্বাস (Collective memory) হাজার চেষ্টাতেও বদলে, গড়েপিটে নেওয়া যায় না। যতই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাক না কেন, স্মৃতিভ্রংশ করে দেওয়া সহজ কাজ নয়।

নেহরুবাদী ও বংশবাদীরা এই স্মৃতি লোপাট করার অপচেষ্টাকারীদের পঙক্তিতে শেষে ছিলেন। এর মাঝখানে ছিল মুসলমান ও বৃটিশ শাসকরা। এরা সকলেই রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত নিজস্ব ইতিহাস রোপণ করতে চেষ্টার কসুর করেনি। একবার সফল যে তাঁরা হননি একথা বলা যাবে না। তথাকথিত এলিট শ্রেণীর যারা আবার অনেকেই শাসকশ্রেণীর ধামাধরা ছিল, তাদের মধ্যে এই স্মৃতি লোপাটের কাজটা কিছুটা হলেও করতে পেরেছিল। কিন্তু ওই ধ্বংস হওয়া মন্দিরের টিম টিম করা দীপশিখাগুলির মতোই দেশের নানান জায়গায় জাগরুক ছিল ম্রিয়মান হলেও এর বিরুদ্ধবাদীরা। যারা শতবাধাতেও টিঁকিয়ে রেখেছিল তাদের প্রবাদপ্রতিম আদি পূজিত বিগ্রহগুলির মিথ।

এ থেকে একটা জিনিস খুব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো আদর্শ বা মতবাদের শিক্ষা তখনই গ্রহণীয় বা বিশ্বাসযোগ্য হয় যখন তা মানুষের জীবনচর্যার বা বেঁচে থাকার অতীত অভিজ্ঞতার অনুসারী হয়।

সাম্প্রতিক উদাহরণ :

১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়ায় তথাকথিত নতুন সমাজতান্ত্রিক মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু ৭০ বছর পরে যখন 'লাল সাম্রাজ্য' ভেঙে পড়ল তখন এতকালের সমাজতান্ত্রিকরা হতবাক হয়ে দেখলেন সেই প্রাচীন সামাজিক সংস্থানগুলি, বিশ্বাসগুলি ও সর্বোপরি জনগণের প্রাচীনত্বের স্মৃতিগুলি রাশিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়ায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। ঠিক একইভাবে মাওবাদী ধ্বংসবাদ প্রাচীন সভ্যতা, অভ্যাসের নিদর্শনগুলিকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার পরেও ১৯৪৯ সালের কমিউনিস্ট চীন তার মানুষের অনেক প্রাচীন শতাব্দীর উত্তরাধিকারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। আজ আমরা দেখছি, ভারত তার সত্য অতীত পুনরুদ্ধারের ভাবনার কিছু আন্তরিক পদক্ষেপ নেওয়ায় যত্নবান হয়েছে। যাতে মূল্যহীন আদর্শবাদের যাঁতাকল থেকে অতীতকে মুক্ত করা যায়। যাঁরা এসব দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হচ্ছেন তাঁদের বোঝার সময় এসেছে সমগ্র ভারতভাবনা কখনই ছাঁচে ঢালা নয়। ছিলও না। ■

আবেদন

সেবা ভারতীর যোজনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের পরিচালনায় ৫টি গ্রামে ৭২টি নিত্য ও নৈমিত্তিক সেবা প্রকল্প সমূহে এবং প্রস্তাবিত দ্বিতল বিশিষ্ট সারদা ভবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সভাগৃহ নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানাই।

—ঃ যোগাযোগ ঃ—

মোবাইল নং—৯১৫৩৭২২৬০৬

সংশোধনী

স্বস্তিকা'র ৩ নভেম্বর ২০১৪ (৬৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা) সংখ্যার ৯ পৃষ্ঠার শিরোনামে 'সীমান্ত সুরক্ষিত করতে ১২০ কোটি টাকার' কথা লেখা হয়েছে। এটি হবে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা।

বিশেষ প্রতিবেদন

তৃণমূলের দানছত্র, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও শিক্ষক বঞ্চনার করুণ চিত্র

আর্যভট্ট

দানছত্র ও জনগণের করের টাকার নয়ছয় : ইমাম ভাতা বাবদ ২০০ কোটি টাকা, যুবশ্রী, কন্যাশ্রী প্রকল্প বাবদ ১৮০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাবকে অনুদান দেওয়া, সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণ প্রকল্প, বাড়ির দেওয়াল, রাস্তার রেলিং সাদা-নীল রঙ করার জন্য, খেলা-মেলা-যাত্রা বাবদ, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্র উৎসব, সঙ্গীতশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথায় কথায় সাম্মানিক পুরস্কার বাবদ, জলসা, বঙ্গভূষণ, বঙ্গবিভূষণ ইত্যাদি পুরস্কার বাবদ কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়, বিষাক্ত মদ খেয়ে কিছু মানুষ মারা গেলে তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দেওয়া হয়। মুসলমান পরিবারের মেয়েদের সাইকেল কিনে দেওয়া হয়। নিজের দলের ক্রিমিনাল খুন হলে তার পরিবারকে টাকা দেওয়া হয়। মাকড়াতে ৩ জন মানুষ খুন হলো। শেখ সুলেমান তাদের একজন। দাগী আসামি শেখ সুলেমান মাখড়ার বাসিন্দা নয়, দুরের এলাকা থেকে খুন করতে এসে নিজেই খুন হয়ে যায় এবং তার পরিবার যথারীতি ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে গেলো। ধর্ষক ছাড়া পেয়ে যায় বা ধরা পড়ে না, পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ধর্ষিতার পরিবার মুখ বন্ধ রাখার জন্য টাকা পেয়ে যায়। সারদাকাণ্ডে সিবিআই ঠেকানোর জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে শাসকদল নিজেদের মতো তদন্ত কমিটি গঠন করে। তখন সরকারের টাকা থাকে, বাস্তব উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের টাকা থাকে না।

কলেজ থেকে যোগ্য অতিথি অধ্যাপকদের চাকরি থেকে ছাঁটাই : অনেক সংবাদমাধ্যম এখনো জানে না, উচ্চশিক্ষার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, অর্থসঙ্কট বলে বিভিন্ন কলেজ থেকে, যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অর্থনৈতিকভাবে চরম বঞ্চিত অতিথি অধ্যাপকদের (Guest Lecturer) ছাঁটাই করার মতো অনৈতিক ও অমানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে চলেছে। যেটা তৃণমূল সরকারের অসংখ্য স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী ও অগণতান্ত্রিক কার্যাবলীর উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা সংসদের এক কমিটির (অভিরূপ সরকার যার শীর্ষপদে রয়েছেন) সিদ্ধান্তে সহস্রাধিক উচ্চশিক্ষিত ও যোগ্য ছেলেমেয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে অতিথি অধ্যাপক (গেস্ট লেকচার) হিসেবে অতি অল্প বেতনে (গড়ে মাসিক চার হাজার টাকা মাত্র) চাকুরি করছেন, তাঁদের ছাঁটাই করা হবে, কারণ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের হাতে নাকি পয়সা নেই। বাস্তব চিত্র— এ রাজ্যে বহু কলেজ শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ধুঁকছে।

বেআইনিভাবে কলেজে গেস্ট লেকচারারদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা : কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুসারে কলেজে অধ্যাপক পদে চাকরি পেতে হলে UGC, NET কিংবা SET পরীক্ষায় পাশ করা বাধ্যতামূলক। এ রাজ্যে বহু ছেলেমেয়ে UGC, NET কিংবা SET পরীক্ষায় পাশ না করেও, শাসকদলের ওপর মহলে বাবা-কাকা-মামা- দাদা ধরে, বিভিন্ন কলেজে পার্টটাইম অধ্যাপক হিসেবে বহাল তবিয়তে চাকরি করে চলেছেন। সম্প্রতি তাঁদের চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে এবং মাসিক বেতনও একধাপে ৫০ শতাংশের বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন সরকারের টাকা থাকে। অথচ UGC, NET বা SET পরীক্ষায় পাশ করা অনেকেই পার্টটাইম অধ্যাপকের চাকরি পায়নি, গেস্ট লেকচারের হিসেবে মাসিক ৪০০০ টাকা গড় বেতনে অস্থায়ী চাকরি করছে। বছরে ১২ মাসের মধ্যে বড়জোর ৭/৮ মাস কলেজে ক্লাস হয় বলে এই গেস্ট লেকচারাররা বছরে মাত্র ৭/৮ মাসের মাইনে পান প্রতি ক্লাস ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা হিসেবে; তাঁদের ছাঁটাই করা হবে, কারণ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের হাতে নাকি পয়সা নেই। উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপকের অভাবে উচ্চশিক্ষা চুলোয় যাক, পড়াশুনোর মান কমুক ক্ষতি নেই, সরকারের বাহ্যিক ঠাটবাট বজায় থাকলেই হলো। শিক্ষা নয় তোষণ, উন্নয়ন নয় আনুগত্য এটাই আজকের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচয়।

তোলাবাজি : এই রাজ্যে তোলাবাজি এখন শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তৃণমূল কংগ্রেস দলেরই বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় এবং সাংসদ শিশির অধিকারী নিজেদের দলের নেতাদের বিরুদ্ধেই তোলাবাজির সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন এবং সেটা আমরা টেলি- মিডিয়ার দৌলতে দেখেছি। শাসকদলের উচ্চ নেতৃত্ব একে বিরোধী দল বা সংবাদমাধ্যমের চক্রান্ত বলে যতোই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করুন না কেন, এটা

বাস্তব সত্য যে শাসকদল গোটা রাজ্য জুড়ে তোলাবাজি করছে এবং এই তোলাবাজির জন্য ছোটখাটো অনেক শিল্প লাটে উঠেছে এবং ওঠার মুখে। স্কুলে, কলেজে এমনকী সাধারণ হোমগার্ডের চাকরি পেতে হলেও শাসক দলের কর্তাব্যক্তিদের অনুগ্রহ বা অর্থ এখন অবশ্যম্ভাবী শর্ত।

অসহায় পুলিশ : খোদ পুলিশদেরও নিরাপত্তা নেই। অনেক জায়গাতেই শাসকদলের লোকদের হাতে পুলিশ আক্রান্ত হয়েছেন। শাসকদলের প্রতি আনুগত্য না দেখালে মন্ত্রীর রোষানলে পড়তে হবে আর আনুগত্য দেখিয়ে শাসকদলের কোনো দুষ্কৃতীকে ছাড় দিলে আদালতের কোপে পড়তে হবে। এই নিরাপত্তাহীনতা থেকেই রাজ্য পুলিশ আজ দিশাহারা এবং কোন অপরাধী কোন দলের অন্তর্ভুক্ত জানতেই অপরাধ ঘটে যাচ্ছে যার কুফল ভুগছে সাধারণ মানুষ।

মোচ্ছবে সরকারের কার্পণ্য নেই আর সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকারের পয়সা নেই : আজ শান্ত পশ্চিমবাংলা এক জলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছে এবং ইসলামি মৌলবাদী ও ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীদের কাছে নিরাপদতম মুক্তাঞ্চল। হরকত-উল-জিহাদি, হিজবুল মুজাহিদিন, লস্কর-ই-তইবা, জাম-উল-মুজাহিদিন এবং সিমি এ রাজ্যে সক্রিয়। হুজি নেতা শেখ সামির কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিট থেকেই তার জঙ্গি কার্যকলাপ চালাতো। আমির রেজা ওরফে পারভিন, আবদুল মজিদ সফি, আবদুল সুফান কুরেশী, হারুন রসিদ ছিল কুখ্যাত জঙ্গি ইকবাল ভাটকলের ছায়াসঙ্গী। জাহিদ হুসেন কীভাবে এ রাজ্যে তার জঙ্গি কার্যকলাপ চালিয়ে গেল!

আনোয়ার হোসেন মল্লিক সক্রিয় ছিল বাংলাদেশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরির মালমশলা বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে এ রাজ্য-সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের সাপ্লাই দিতে। কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিট ছিল এদের নিরাপদ আশ্রয়। কলকাতা পুলিশ কি করেছিল? কলকাতা ছাড়াও হিলি, স্বরূপনগর, বেলডাঙ্গা, লালগোলা ও করিমপুরেও এরা আশ্রয় নিয়েছিল। রাজ্য পুলিশ কি করছিল? কেন ৪৫০ বিস্ফোরক ভর্তি ৩টে বড় কন্টেনার এ রাজ্য থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল? কেন N.I.A বা N.S.G জানতে পারে আর কলকাতা পুলিশ বা রাজ্য পুলিশ জানতে পারে না? শাসকদলের প্রশাসনিক চাপ বোধহয় আরেকটা বড় কারণ।

সমাজকর্মীদের উগ্রবাদীদের পাশে দাঁড়ানো : মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র বন্দিমুক্তি কমিটি নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন যারা N.I.A এর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছেন। এদের দাবি হলো বিনা প্রয়োজনে লোকেরা মাদ্রাসায় প্রবেশ করছে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের হেনস্থা করছে। সুজাত ভদ্র ও তার বন্দিমুক্তি কমিটি ২৮ অক্টোবর ২০১৪ কলকাতায় প্রেস কনফারেন্স করে দাবি করেছেন আলিয়া বিবি ও রাজিয়া বিবিকে সন্তান-সহ গ্রেপ্তার করে N.I.A গুরুতর অন্যায় করেছে এবং তাঁর কমিটি এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তারা আলিয়া বিবি ও রাজিয়া বিবিকে জেল কাস্টডি থেকে মুক্তি দেবার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলবেন ঠিক করেছেন। দেশ ও জাতির যতো ক্ষতি হোক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বাঁচাতেই হবে। কাদের হয়ে সুজাত ভদ্র ও তার বন্দিমুক্তি কমিটি লড়াই করছেন ও সাফাই গাইছেন? শিমুলিয়া মাদ্রাসার ভেতর থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক তৈরির মালমশলা, কেমিক্যাল ফর্মুলার কাগজপত্র উদ্ধার করেছে N.I.A আর আলিয়া বিবি ও রাজিয়া বিবি তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নন।

আগ্রাসী জেহাদি ও শাসকদল : খাগড়াগড় কাণ্ডের অন্যতম আসামী আবদুল হাকিম স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা কবুল করেছে। অসম পুলিশ সফিকুর নামক যে বাংলাদেশী মুসলমান জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে তার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের জঙ্গি শিমুলিয়া মাদ্রাসার প্রধান স্থপতি রেজাউল শেখের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে (রেজাউল বর্ধমানের বাদশাহী রোড থেকেই তার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাত) এমনকী অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজেও প্রধান ভূমিকা ছিল যে ইউসুফের তার ছায়াসঙ্গী ছিল রেজাউল।

রেজাউল-সফিকুর-ইউসুফ ত্রয়ী ২০১০ সাল থেকেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছে আর রাজ্য সরকারের পুলিশ সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। জামাত-উল-মুজাহিদিনের সক্রিয় সদস্য আসাদুল্লা শেখ বর্ধমানের ভাতার গ্রামের বাসিন্দা ও পেশায় ট্রাক ড্রাইভার। বিস্ফোরণের পরে সে উধাও হলেও তার পরিবার আরো দু-একদিন নিজেদের বাড়িতেই ছিল এবং তারপর N.I.A আসার আগেই তারাও সদলবলে উধাও। রাজ্য পুলিশ কেন সতর্ক হয়নি। কারণ একটাই— শাসকদলের চাপ। বিস্ফোরণের আরেক পাণ্ডা জহিরুল আলি শেখ নদিয়ার গামাখালি গ্রামের বাসিন্দা এবং সেও পলাতক। তার স্ত্রী খানসা বিবির কাছে যে ডায়েরী N.I.A উদ্ধার করেছে সেখানে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে 'জেহাদি হও, হাতে তুলে নাও AK-47 রাইফেল এবং আরো অনেক অস্ত্র।' লেখাপড়া জানা খানসা বিবি জেরায় বলে সেগুলো নাকি গজল এবং সে গজল পছন্দ করে বলেই এই ডায়েরি তার কাছে রয়ে গেছে। খানসা বিবিও শিমুলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রী। কি বলবেন সুজাত ভদ্র ও তার বন্দীমুক্তি কমিটি?

মধ্যপ্রদেশের কুখ্যাত জঙ্গি সিমির সক্রিয় সদস্য আবু ফজল সম্প্রতি ধরা পড়েছে। তার সঙ্গে খাগড়াগড় বিস্ফোরণে নিহত শাকিল ও বেঁচে থাকা হাকিমের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল সেটা আবু ফজল স্বীকার করে নিয়েছে। পশ্চিমবাংলা-কর্ণাটক-তামিলনাড়ু-মুম্বই-পুণে-তেলেঙ্গানা-অসম জুড়ে দীর্ঘদিনের জঙ্গি কার্যকলাপের এক বিস্তীর্ণ পরিকল্পিত নেটওয়ার্ক সক্রিয় ছিল। অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছে। তেলেঙ্গানার করিমনগরের স্টেট ব্যাঙ্ক ডাকাতির অর্থ এই সন্ত্রাসবাদীদের হাতে এসে পৌঁছেছে। কী বলবেন সুজাত ভদ্র ও তার বন্দীমুক্তি কমিটি বা এ রাজ্যের শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা?

জামাত-ইসলামি সংগঠন ও তৃণমূল : ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির সক্রিয় সদস্য ও তৃণমূল কংগ্রেস দলের রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরানের সম্পাদনায় সারদা গ্রুপের দৈনিক কলম

পত্রিকার প্রকাশ শুরু। ইমরানের প্ল্যানমাফিক কলকাতা থেকে মুসলমান উগ্রপন্থী টিম ক্যানিং-এর গ্রামে হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। কী বলবেন সুজাত ভদ্র ও তার বন্দীমুক্তি কমিটি বা এ রাজ্যের শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা? ২০১৩ সালের মার্চ মাসে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত মুসলমান সম্মেলনে অনেকগুলো সাম্প্রদায়িক ইসলামিক সংগঠন একত্রিত হয়ে ৩০ মার্চ কলকাতার শহীদ মিনারে জামাতের সমর্থনে জনসভার ডাক দিয়েছিল। কেন রাজ্যের শাসকদল বা পুলিশ এই মিটিং করতে অনুমতি দিয়েছিল? কেন পশ্চিমবাংলা থেকে বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাঙ্কে ৬০ কোটি টাকা জমা পড়েছিল? কী ছিল এই টাকার উৎস? সারদা গ্রুপের পঞ্জী স্কীমের অর্থ বাংলাদেশ ও পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটা দেশ হয়ে বর্ধমানকাণ্ডের কুশীলবদের হাতে এসেছিল। ফাইনান্স ইনটিলিজেন্স ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাঙ্ক থেকে ১৫ কোটি টাকা বর্ধমান জঙ্গিদের কাছে এসেছিল।

মাদ্রাসায় তল্লাশি---সংখ্যালঘুদের প্রতিবাদ : বিএস এফের প্রাক্তন ডিজি সমীর মিত্র, এন এস জি-র প্রাক্তন কমান্ডো দীপাঞ্জন চৌধুরীর মতো অনেক ব্যক্তিই কিন্তু সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের রাজ্য শুধুমাত্র নিজের দলের জেলান্তরের শাখার বড়-মাঝারি-ছোট নেতাদের দেওয়া অপরীক্ষিত তথ্যের ওপর নির্ভরশীল বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের সম্ভাবনার খবর পান না বা পেলেও উড়িয়ে দেন। জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি হুঙ্কার দিয়েছেন অননুমোদিত মাদ্রাসাগুলোতে জঙ্গি দমনের নামে তল্লাশি চালানো যাবে না, চালালে দেশে আগুন জ্বলবে। সিদ্দিকুল্লার মতো নেতারা আগে মুসলমান তারপরে ভারতীয় বা বাঙালি তাই তার প্রতিক্রিয়া এরকম আগ্রাসী। এদের মধ্যে তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের মাথায় তুলেছেন আমাদের রাজ্যের নেতারাই যার বিষবৃক্ষের ফল রাজ্যের নিরীহ মানুষদের গিলতে হচ্ছে। জঙ্গি দমনের জন্য যদি অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে মিলিটারি ঢুকতে পারে তাহলে জঙ্গি দমনের জন্য মাদ্রাসায় ঢোকা যাবে না কেন? এন আই এ কিংবা অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের গোয়েন্দারা তো মসজিদে তল্লাশি চালাবার কথা বলেননি, শুধুমাত্র মাদ্রাসায় তল্লাশির কথা বলেছেন এবং করেছেন, তাও বৃহত্তর সামাজিক কারণে, দেশ ও জাতির নিরাপত্তার তাগিদে সত্যের অন্বেষনে। তাতে সিদ্দিকুল্লার আপত্তি কেন? এই সিদ্দিকুল্লা একদিন মমতা ব্যানার্জির সফরসঙ্গী ছিলেন বাম জমানায় সিঙ্গুর- নন্দীগ্রাম পর্বে। আজ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়েও মমতা-সিদ্দিকুল্লা একতাবদ্ধ; যার নাম বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়াই।

বিচিত্র আমাদের মুখ্যমন্ত্রী : আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আদাব, দোয়া, সালাম এই ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করেন যেগুলো মুসলমানদের কিছু নিজস্ব শব্দ। এতে অন্যায় কিছু নেই কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। আমাদের রাজ্যে খৃস্টান আছেন, শিখ আছেন, বৌদ্ধ সামান্য সংখ্যায় হলেও আছেন। তাঁদের ব্যবহার করা শব্দগুলো তাহলে কেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী উচ্চারণ করেন না। ওনাকে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার ভঙ্গিতে বসতে অনেকেই দেখেছেন কিন্তু গীর্জায় বা গুরুদ্বারায় প্রার্থনাকারীদের ভঙ্গিমায় কেউ ওঁকে বসতে দেখেনি। তাহলে কি এটাই ধরে নিতে হবে সংখ্যালঘু বলতে উনি শুধু মুসলমানদেরকেই বোঝেন তাদের ভোটার সংখ্যা বেশি বলে? এর উত্তর হয়তো একমাত্র উনিই দিতে পারবেন।

গেরুয়া পার্টি বলে বিজেপি-কে উপহাস কেন : গেরুয়া রঙ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক বলেই আমাদের দেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গেরুয়া বসন পরতেন, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা গেরুয়া বসন পরিধান করেন। আমাদের দেশের জাতীয় পতাকাতেও গেরুয়া বর্ণ রয়েছে। তাই বিজেপি-কে গেরুয়া পার্টি বলে উপহাস করলে ভারতের জাতীয় পতাকাকে তো বটেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দের মতো বরেণ্য মহামানবদেরকেও তো অবজ্ঞা করা হয়। আমাদের দেশের জাতীয় ফুল পদ্মফুল যা বিজেপি-র পতাকায় গ্রহণ করা হয়েছে। পদ্মফুল ফুটবে না বলে বিজেপি-কে উপহাস করলে ভারতের জাতীয় ফুলকেও উপহাস করা হয়। এই ধরনের সস্তা প্রচার জাতীয় ঐক্যবোধকেই বিপন্ন করে।

সারদা কাণ্ডের পর বেসিল ও গোল্ডমাইন অর্থ কেলেঙ্কারি : প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে নিয়ে রাজ্য থেকে পাততাড়ি গোটালো বাবলু সাহা ও জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের গোল্ডমাইন সংস্থা যারা ২০০৯ সাল থেকে (বাম জমানায়) চিটফান্ডের ব্যবসা শুরু করে কিন্তু ২০১১ থেকে ২০১৪ এই ৩ বছরে তাদের ব্যবসার রমরমা। দুজনেই বেপাত্তা। পথে বসলো লক্ষাধিক আমানতকারী ও এজেন্ট। বর্তমান শাসকদলের অনেক প্রথমসারির নেতারা গোল্ডমাইনের অনেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, জলপ্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন যা আমানতকারীদের প্রভাবিত করেছিল। বেসিল সংস্থার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। গত ৩ বছরে কেন তৃণমূল সরকার সতর্ক হয়নি বিশেষ করে সারদা কেলেঙ্কারির পরে?

কেন ইসলামি সন্ত্রাসবাদের এই বাড়বাড়ন্ত : ইসলামি জঙ্গিবাদ ধর্মকেন্দ্রিক আর অন্যান্য জঙ্গি কার্যকলাপ ভাষাকেন্দ্রিক বা প্রাদেশিকতাকেন্দ্রিক। ধর্মকেন্দ্রিক জঙ্গিবাদ আর ভাষাকেন্দ্রিক- প্রাদেশিকতাকেন্দ্রিক জঙ্গিবাদ এক নয়। ধর্মকেন্দ্রিক জঙ্গিবাদকে তোল্লাই দিয়ে প্রতিরোধ করা যায় না। ভারত-সহ পাশ্চাত্যের ইতিহাস-সাহিত্য, আধুনিক বিজ্ঞান, সভ্যতার বিবর্তন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান ও ধারণা না থাকায় এদেশের মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বেড়েছে এবং তাদের একটা অংশ ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের পাল্লায় পড়ে এবং রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রশ্রয় ও আশ্রয় পেয়ে সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলা তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

ভারতের সংসদ আক্রমণের মডেলে কানাডা জঙ্গি আক্রমণের টার্গেট

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়॥ গোটা বিশ্বের নজর এখন কানাডার ওপর এসে পড়েছে। কানাডা যে হঠাৎ করে পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়েছে তার কারণ তিন দিনের

জঙ্গি মোকাবিলায় তৎপর নিরাপত্তাবাহিনী।

ব্যবধানে দু'টি হামলার ঘটনা ঘটেছে দেশটিতে। এসব ঘটনার জেরে কানাডার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে।

ভারতে এন ডি এ আমলে যেভাবে জঙ্গিরা সংসদ ভবন আক্রমণ করেছিল তারই অনুকরণে কানাডায় প্রথম ঘটনাটি ঘটে ২০ অক্টোবর। কুইবকে দুই সেনা সদস্যের ওপর গাড়ি তুলে দেওয়া হলে এক সেনা নিহত হন। ঘটনার নায়ক রোলেউ। তিনদিনের মাথায় ২২ অক্টোবর সকালেই পরপর দু'টি হামলায় কেঁপে ওঠে শান্ত কানাডার রাজধানী অটোয়া। প্রথমে এখানকার যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে এক সেনাকে গুলি করে মারে কালো পোশাক পরিহিত এক যুবক। তারপরেই পাশের সংসদ ভবন থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। সংসদের ভেতরেই আততায়ীকে গুলি করে মারে নিরাপত্তা বাহিনীর সার্জেন্ট। হামলাকারীর নাম মাইকেল জেহাফ বিউ। কানাডার সংসদ ভবনের এ হামলা উস্কে দিয়েছে ২০০১ সালে ভারতের সংসদে জঙ্গি আক্রমণের স্মৃতি। হামলার পর কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার বলেছেন, কখনোই জঙ্গিদের সঙ্গে আপস করবে না তাঁর দেশ এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই হামলার জন্য কানাডার উদার অভিবাসন নীতি ও দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন বিশ্লেষকরা। পার্লামেন্ট ভবনের সামনের চত্বরে মানুষ বিনা বাধায় প্রবেশ করে ছবি তোলে, চড়ুইভাতি করে, কিন্তু সেখানে কোনো সশস্ত্র পুলিশ পাহারাই নেই। তাঁরা আরো বলছেন, যে ২০০৬ সালে টরন্টোতে ট্রাকবোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনায় জড়িত ১৮ জন জঙ্গিকে হালকা শাস্তি দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে টরন্টো-নিউ ইয়র্কের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় জঙ্গি যোগাযোগ-সহ একাধিক জঙ্গিবাদী কার্যক্রম উদ্‌ঘাটনের পরও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা হয়নি। সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে কানাডীয় বিশেষজ্ঞ টম কুইগিন বলেন, কানাডাও অনেকটা গ্রেট বৃটেন ও ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো সন্ত্রাসী ব্যক্তি, তাদের অর্থ ও মতবাদ সহজেই প্রবেশের সুযোগ দিয়েছে। এই সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে গত শতকের আটের দশক থেকে অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে। গত কয়েক বছরে সন্ত্রাসীদের অর্থ দেওয়ার দায়ে অন্তত চারটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া অনেক সমালোচক বলছেন, যে গত এক দশকে আফগানিস্তান, ইরাকে কানাডীয় সেনাবাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জঙ্গি বিরোধী যুদ্ধে একসঙ্গে কাজ করছে। চলতি মাসেই কানাডা ঘোষণা করেছে সে সিরিয়া ও উত্তর ইরাকের ব্যাপক অংশ দখল করে নেওয়া ইসলামিক স্টেট উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অংশ নেবে। কানাডার গৃহীত পররাষ্ট্র নীতি ইসলামিক জঙ্গিবাদীদের যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করেছে। তাই তারা এই বদলা নিচ্ছে। কে বা কারা পার্লামেন্ট ভবনে হামলা চালাল তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে যে, মাইকেল জেহাফ বিবিউ'র আসল নাম মাইকেল জোসেফ হল। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁকে কানাডা সরকার 'উচ্চঝুঁকির পর্যটক' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। অর্থাৎ সে বিদেশে গিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল।

সে যাতে বিদেশে যেতে না পারে সেজন্য তার পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ব্যানকুভারে ডাকাতি ও বেআইনি অস্ত্র ও মাদক রাখার দায়ে জেল খেটেছেন।

২০ অক্টোবরের ঘটনায় নিহত রুলেউর ঘটনাও প্রায় একই রকমের। তারও পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সোশাল মিডিয়ায় নিহত রুলেউর পোস্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে সে ইরাকে যুদ্ধরত জঙ্গি সংগঠন আই এস এর সমর্থক ছিল। আবার একদল বিশ্লেষক বলছেন যে, এ দুজনের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত ধরনের অভিযোগ থাকলেও দুজনের কেউই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যে সংশ্লিষ্ট তার কোনো জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আসলে কানাডা সরকার মার্কিনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কট্টর অভিবাসন বিরোধী নীতি ও সন্ত্রাস বন্ধের নামে দমন-নিপীড়নমূলক কিছু কালাকানুন প্রণয়ন করতে চাইছে। তাই কানাডা সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই এই আক্রমণ বলে মনে করা হচ্ছে। ■

সাইকেল পাঠশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের সমস্ত শহরে রেললাইনের দুপাশে ঝোপড়ি ও অস্বাস্থ্যকর নোংরা বস্তিতে মলিনবেশে শিশু, কিশোর- কিশোরীদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা কোনো ছিন্নমূল পিতা-মাতার সন্তান। নোংরা বস্তি কিংবা রেললাইনের ধারই এদের ঠিকানা। বড়রা রুজি-রোজগারের টানে ভোরেই বেরিয়ে পড়ে, ফিরে সেই সন্ধ্যায়। স্নেহ-মায়া-মমতা-শিক্ষা এমনকী পেটভরে খাবারও পায় না এরা। একটু বড় হয়ে এরাই কুসংসর্গে পড়ে সমাজবিরোধী তৈরি হয়। সমাজের সভ্য লোকেরা শুধু সমাজব্যবস্থার দোষ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন।

কিন্তু ২০ বছর আগে ২৩ বছরের আদিত্য কুমার কাউকে দোষ না দিয়ে 'এরাও সমাজের অঙ্গ' মনে করে এদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে জীবন সমর্পণ করেছেন। ১৯৯৫ সালে কানপুরের ডিএভি ডিগ্রি কলেজ থেকে বি এসসি পাশ করার পর বস্তির

সাইকেল পাঠশালায় পড়াচ্ছেন আদিত্য কুমার।

ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার আগ্রহ সৃষ্টির কাজে মনোনিবেশ করেন। প্রায় ২০ বছর ধরে সাধনার মতো তিনি এই কাজকে জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছেন। উত্তর প্রদেশের রাজধানী শহর লখনউকে এই কাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নির্বাচন করেছেন। আজ তিনি ৪৩ বছরের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা যুবক। এখন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বস্তির গরিব শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা।

সমাজ সেবার এহেন কাজের জন্য তিনি নেপালের এভারেস্ট পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল এই কাজের জন্য তাঁকে সম্মানিত করেছেন। এবছরই ৩ মে তাঁর নাম 'লিমকা বুক অব রেকর্ড'-এ যুক্ত হয়েছে। এছাড়া 'ইউনিক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ড' ও 'মিরাকল্ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড'-এও তাঁর নাম যুক্ত হয়েছে। এর সঙ্গেই গত জুলাই মাসে তাঁর নাম 'ওয়ান্ডার বুক অব ইন্টারন্যাশনাল' এবং অন্য সমস্ত রেকর্ডে যুক্ত হয়েছে।

আদিত্য কুমার সাইকেলে প্রতিদিন লখনউ শহরের বিভিন্ন বস্তিতে গিয়ে শিশুদের পড়াতে শুরু করেন। সাইকেলেই পড়ানোর সরঞ্জাম থাকে। দেড়-দু' ঘণ্টা পড়িয়ে আবার অন্য কোনো বস্তিতে চলে যান। তাঁর নিজের কোনো ঘর নেই। তাঁর কথায়— ''যেখানে রাত হয় সেখানেই শুয়ে পড়ি। বস্তিরই কোনো ঘরে খেয়ে নিই।'' তিনি বলেন— ''আমার তো হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, তাই বিয়ে করার কথা চিন্তা করিনি।''

সকাল ৮টা থেকে আদিত্য কুমারের পড়ানোর কাজ শুরু হয়। রাত্রি ৮টার পর তাঁর অবসর সময়। সে সময় তিনি যে বস্তিতে থাকেন তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সুখ-দুঃখের গল্প করেন। তাঁর শিশুকাল কেটেছে ফারুর্খাবাদের সালেমপুর বস্তিতে। নিজের ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন— ''অন্য বস্তির মতো আমাদের বস্তিতেও লেখাপড়ার কোনো পরিবেশ ছিল না। কিন্তু আমার পড়তে খুব ইচ্ছা করতো। বাবা-মা'র মার খেয়েও আমি পাঠশালায় যেতাম। ফারুর্খাবাদের সহৃদয় ব্যক্তিদের সাহায্যে আমি বি এসসি পাশ করেছি।''

সন্ধ্যার পর এক বস্তির দাওয়ায় বসে আদিত্য কুমার বললেন— ''অন্য সবার মতো আমিও চাকরি করে টাকাপয়সা উপার্জন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার মতোই বস্তির গরিব শিশুদের কথা ভেবে সে ইচ্ছা ত্যাগ করি।'' খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, গত ২০ বছর আদিত্য কুমারের সাধনার ফলে অনেক ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁদেরই একজন এখন বান্দা জেলা আদালতের বিচারপতি। লখনউ-এর ইন্দিরানগরের মৌসুমী পাণ্ডে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বড় গায়িকা। মৌসুমী জানান— ''আমি গায়িকা হয়েছি আদিত্য স্যারের প্রেরণায়। তিনিই আমাকে অন্ধকার বস্তি থেকে আলোয় নিয়ে এসেছেন।''

যাদের আপনি শিক্ষার আলো দেখিয়েছেন তাদের ভূমিকা কি? প্রশ্ন করা হলে বিজয় কুমার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন— ''উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে আমার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে আমার মতোই নীরবে সাধনা করে চলেছে।''

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

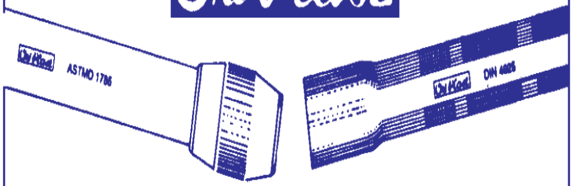

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একাধারে সকল ধর্মীয় আচার্যদের সমন্বয় দেখা যায়। মনে হয়, এযুগে তাঁর ভাবধারা অতীতের সমস্ত প্রাদেশিক এবং বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংহত করবে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সুস্থ জীবনের একটি স্তম্ভ—ঘুম

ডাঃ অশ্বিনীকুমার ভার্গব

আমরা জীবনের একতৃতীয়াংশ সময় ঘুমিয়ে কাটাই। খুব ভালো ঘুমের পর সমস্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর হয়ে যায়। ঘুমের আবশ্যকতা ব্যক্তিবিশেষে আলাদা আলাদা হয়। বয়স্করা দিনে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুমোন। শিশুদের খুব বেশি ঘুমের প্রয়োজন পড়ে। নবজাত শিশু দিনে ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা ঘুমোয়।

বর্তমানে উদ্বেগময় জীবন মানুষের স্বাভাবিক ঘুম কেড়ে নিয়েছে। যদি কোনো

মানুষের খুব চেষ্টা করেও রাত্রে ঘুম না আসে, সকালে যদি খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যায় অথবা রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যায় তাহলে বলা হয় সে অনিদ্রার শিকার হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, ঠিক সময়ে ঠিক মাত্রায় ঘুমের অভাবই অনিদ্রা। এতে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

নিদ্রাবস্থায় মানুষের বাহ্যিক গতিবিধি একেবারেই থাকে না এবং অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াও শিথিল হয়ে যায়। ঘুমের অভাবে মানুষ খিটখিটে স্বভাবের হয়ে যায়, ক্লান্তি ও শ্রান্তি থাকে এবং ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতা ও স্মরণশক্তিও ক্ষীণ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষমতা কমতে থাকে। বেশিদিন ঘুমের অভাবে হাতে কম্পন, কথা বলতে অসুবিধা, চোখের মণি চঞ্চল, মাথাব্যথা, চোখে অন্ধকার দেখা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

স্বাভাবিক ঘুমের জন্য কতকগুলি উপায় :

■ মুখ ব্যথা, কাশি, অজীর্ণ, বদহজম ইত্যাদি উপসর্গ থাকলে চিকিৎসা করাতে হবে।

■ অত্যধিক ধুমপান, মদ্যপান, তামাক, পানমশলা ত্যাগ করতে হবে। ঘুমোনোর আগে চা, কফি বা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা চলবে না।

■ নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকতে হবে।

■ মানসিক উত্তেজনা মুক্ত থাকতে হবে। এর জন্য ব্যস্তজীবনেও আনন্দদায়ক পরিবেশে থাকার সময় বের করতে হবে।

■ উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। দুরাকাঙ্ক্ষা-প্রবণ ব্যক্তি সহজেই অনিদ্রার শিকার হয়।

■ ঘুমোনোর প্রায় দু' ঘণ্টা আগে রাত্রির খাবার খেতে হবে। খাবার খুবই সহজপাচ্য হবে। তন্তুযুক্ত খাবার হলে খুবই ভাল হয়।

■ শয়নকক্ষ শান্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং আলো-বাতাসপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। বিছানা বেশি শক্ত বা বেশি নরম হওয়া চলবে না। বালিশ প্রয়োজনমতো উঁচু থাকবে।

■ ঘুম আসবে কিনা— এই চিন্তা থেকে মুক্ত থাকুন।

■ ঘুমোনোর আগে হাত, পা, মুখমণ্ডল খুব ভালোভাবে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিন। ধোয়া, পরিষ্কার ও আরামদায়ক পোশাক পরুন।

■ শান্তমনে ঘুমোতে যান। কোনো সমস্যার কথা মাথায় রেখে ঘুমোতে যাবেন না।

■ ঘুমোনোর আগে সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন। এটা মানসিক উত্তেজনা থেকে মুক্ত হওয়ার উত্তম উপায়।

■ সকালে ঠিক সময়ে বিছানা ত্যাগ করুন। চার-পাঁচবার গভীর শ্বাস নিন। ঘুম না হলেও উঠে প্রাতকৃত্যাদি সেরে ফেলুন।

কয়েকটি পালনীয় বিধি :

■ ঘুমোনোর আগে হাত-পা ধুয়ে গরম সরষের তেল পায়ের তালুতে কিছু সময় মালিশ করুন।

■ ঘুমোতে যাওয়ার আগে গরম দুধ পান করুন।

■ রাত্রে শোয়ার আগে খাঁটি বাদাম তেল এক-দু' ফোঁটা নাকে টানুন এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার করুন।

এই নিয়মগুলিকে জীবনের অঙ্গ করে নিয়ে অনিদ্রা থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করুন।

(লেখক জলন্ধরের দয়ানন্দ আয়ুর্বেদিক কলেজের রিডার)

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব

"শিব জ্ঞানে জীব সেবা— এটাই ভারতের আদর্শ। এর দ্বারাই জীবনের লক্ষ্যপূরণ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই কথার বাস্তব রূপদানের জন্য পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম দেশের দরিদ্র বনবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চেতনা ও স্বাভিমান জাগানোর কাজ করে চলেছে গত ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে।" গত ১৬ নভেম্বর কলকাতায় কলামন্দিরে আয়োজিত কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে প্রধান বক্তা রূপে একথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহসেবা প্রমুখ গুণবন্ত সিং কোঠারী। অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী ড. হরিপ্রসাদ কানোড়িয়া। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি বনোয়ারীলাল সোতি। অনুষ্ঠানের সেবাভাবী কার্যকর্তা শম্ভুপ্রসাদ আগরওয়ালকে সস্ত্রীক সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দৃশ্য-শ্রাব্য, সঙ্গীত-নৃত্যের মাধ্যমে বনবাসী সমাজের 'অনকহী গৌরব গাথা' নামে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল।

আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী অন্নদাঠাকুরের ১২৪তম জন্মোৎসব

গত ১৩ নভেম্বর দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রী অন্নদাঠাকুরের জন্মোৎসব শুরু হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ, আরতি ও নারায়ণ সেবা হয়। বিকালে ধর্মসভায় মানবপ্রেমিক শ্রীশ্রী অন্নদা ঠাকুরের উপর আলোচনা সভায় বিশিষ্ট গুণীজন বক্তব্য রাখেন।

গত ১৫ নভেম্বর নাটমন্দিরে বালক আশ্রম ও বালিকা আশ্রমের ২০০০ ছেলেমেয়েদের সর্বশিক্ষা মিশনের আর্থিক সহায়তায় নতুন জামাকাপড় ও শীত বস্ত্র দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক তথা ট্রাস্টী ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তপন মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডি জি বাসব দত্ত, কামারহাটী পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান স্বপন কুমার মণ্ডল, পৌরপিতা সমীরণ রায়, নবীন ঘোষাল, রবীন্দ্র মুক্তবিদ্যালয়ের প্রধান ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিদর্শক ছায়া ঘোষ মজুমদার, সুরক্ষা আধিকারিক উশ্রী রায় ও মণিকুন্তলা বালিকা আশ্রমের প্রধান ব্রহ্মচারিণী দীপা দেবী প্রমুখ।

১৬ নভেম্বর সকালে শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুরের প্রতিকৃতি-সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও নগর সংকীর্তনে অংশ গ্রহণ করেন অন্নদা বিদ্যামন্দির, মণিকুন্তলা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও ভক্তবৃন্দ। এই উৎসবে ৪ দিন ব্যাপী ভক্তিগীতি, লোকগীতি, নাটক ও ভজন পরিবেশিত করেন বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ, নাট্যগোষ্ঠী।

সমাবেশ সমাচার

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের বিজয়া দীপাবলি সম্মেলন

গত ৯ নভেম্বর ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ ও ডাঃ কে গোস্বামী ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে সাঁইথিয়ায় 'বীরভূম বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'-এ বিজয়া ও দীপাবলি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ তপন চৌধুরী। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের প্রাদেশিক সহ-সম্পাদক ডাঃ পার্থ কুণ্ডু। সম্মেলনের বিষয় ছিল স্বচ্ছ ভারত, স্বাস্থ্য ভারত। অনুষ্ঠানে বক্তারা তাঁদের সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেন।

মঙ্গলনিধি

সম্প্রতি আর এস এসের কলকাতা মহানগরের প্রত্যাপাদিত্য নগরের শারীরিক প্রমুখ বিপুল হালদার তাঁর বিবাহের আশীর্বাদ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমাজসেবার জন্য মঙ্গলনিধি কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে অর্পণ করেন।

দিনহাটায় পরিবার প্রবোধন সভা

গত ৯ নভেম্বর কোচবিহার জেলার দিনহাটা সারদা শিশুতীর্থে কুটুম্ব প্রবোধনের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ১২টি পরিবার থেকে ৩২ জন মা-বোন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নাজিরহাট হাই স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতি সুপ্রভা ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দিনহাটা নগর সঙ্ঘচালক কল্যাণ পাল। উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল তার বক্তব্যে হিন্দু জীবন পদ্ধতি, আদর্শ হিন্দুঘর এবং রাষ্ট্র গঠনে মায়েদের অবদানের বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ উত্তম রায়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রান্ত গ্রামবিকাশ প্রমুখ শ্রীধর কোঙার। সর্বশেষে শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ করা হয়।

স্বয়ংসেবকদের গঙ্গাঘাট সাফাই অভিযান

গত ২ নভেম্বর বিহারে গঙ্গানদীর ৪০০'র বেশি ঘাট পরিষ্কার অভিযানে নেমে পড়েন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। সাধারণ নাগরিকদেরও এই অভিযানে সামিল করা হয়। ঘাট পরিষ্কার করা হয় বক্সার থেকে ভাগলপুরের কহলগাঁও ঘাট পর্যন্ত। পাটনা শহরেই ২০টি ঘাটে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক হাজার স্বয়ংসেবক ঘাট পরিষ্কারে অংশগ্রহণ করেন। পাটনার বেশ কয়েকজন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই পরিচ্ছন্ন অভিযানে অংশ নেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিহার ক্ষেত্র প্রচারক স্বান্ত রঞ্জন জানান— সমাজের চেতনা বৃদ্ধির জন্যই সমাজের লোককে নিয়েই এই অভিযান শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও ঘাট পরিষ্কারে হাত লাগান। বিহারের স্বয়ংসেবকরা ঠিক করেছেন তারা প্রতি মাসের প্রথম রবিবার ঘাট পরিষ্কার অভিযান চালাবে।

জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি এবিভিপি'র

শিক্ষায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর বেআইনি মাদ্রাসা বন্ধ করার দাবিতে গত ৭ নভেম্বর বাঁকুড়া জেলার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মিছিল।

শিলিগুড়িতে সন্ত সম্মেলন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অঙ্গ হিসেবে গত নভেম্বর শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এক সাধু-সন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি ইসকন্ মন্দিরের শ্রীমৎ সত্যবান দাস মহারাজ, স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদের উত্তরবঙ্গ শাখার সম্পাদক উদয়শঙ্কর সরকার। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বিভিন্ন মত, পথ ও আশ্রমের ৬৬ জন সন্ত-মহাত্মা একযোগে হিন্দুধর্ম, সমাজ ও দেশরক্ষার জন্য সহমত ব্যক্ত করেন। সম্মেলনে সাতটি বিষয়ে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়—

(১) হিন্দুধর্ম ও মঠ-মন্দিরের সুরক্ষা।

(২) অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন এবং শরণার্থীদের যোগ্য পুনর্বাসন। হিন্দুরা শরণার্থী— অন্যরা অনুপ্রবেশকারী।

(৩) ধর্মান্তকরণ বন্ধ করা।

(৪) সামাজিক পরিকাঠামো মজবুত করার জন্য যৌথ পরিবার।

(৫) সারা দেশে একই রকম দেওয়ানি আইন।

(৬) হিন্দু-মা-বোনেদের সমাজে সসম্মান সুরক্ষা।

(৭) গোরক্ষা-গোসম্পদ সংবর্ধন ও রক্ষণ।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক ওয়াই রাঘবলুজী পুরো সময় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আর এস এস-এর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ। এদিন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সুবর্ণজয়ন্তী মহোৎসব সমিতি ঘোষণা করা হয়।

প্রয়াত দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সঙ্ঘচালক

গত ৪ নভেম্বর প্রয়াত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সঙ্ঘচালক যোগেন মাহাতো। জেলার কাজের একেবারে প্রথম দিকের স্বয়ংসেবক ছিলেন তিনি। বেশ কয়েক বছর প্রচারক রূপে জীবনের মূল্যবান সময় দিয়েছেন। তিনি এই জেলায় সঙ্ঘ কাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। কেবলমাত্র সঙ্ঘ নয়, এলাকার সমস্ত লোকের কাছেই বন্ধু স্বরূপ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। স্ত্রী, পাঁচ ভাই, দুই কন্যা ও এক পুত্র এবং অগণিত স্বয়ংসেবক ও বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন।

পঙ্কজের অপ্রতিরোধ্য বিজয়রথ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

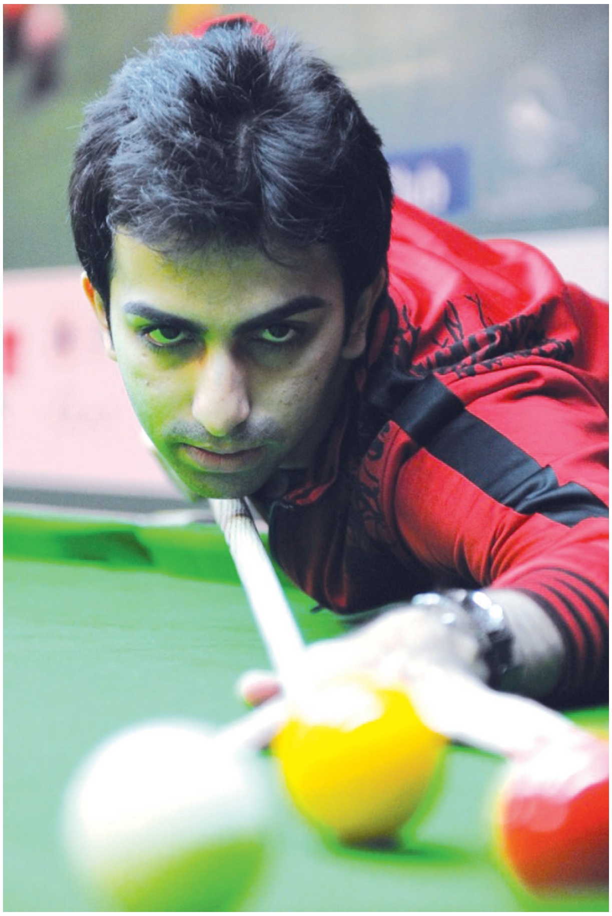

বিশ্ব খেতাব আর পঙ্কজ আডবানী যেন পরস্পরের সম্পূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাফল্য আর গৌরবের সরণী কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে, তা বোধহয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীরও অজানা। প্রতি বছরই এক বা একাধিক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতাটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মতো স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত করে ফেলেছেন তিরিশ ছুঁই ছুঁই বেঙ্গালুরুর এই সুদর্শন যুবক। এবছর স্বচ্ছন্দে জিতে নিয়েছেন বিশ্ব টিম বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপ ও অতি সম্প্রতি বিশ্ব ডরেড খেতাব। অর্থাৎ গ্রান্ড ডাবল, যা এবার নিয়ে তিনবার পঙ্কজের জিম্মায়। এর আগে ২০০৫-এ মালটায়, ২০০৮-এ বেঙ্গালুরুতে গ্রান্ড ডাবল করেছিলেন। দাবার ক্ষেত্রে সব ফর্ম্যাটে বিশ্ব খেতাব জিতেছেন বিশ্বনাথন আনন্দ, অনেকটা সেরকমই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কিউস্পোর্টসে পঙ্কজ আডবানী।

পেশাদার, অপেশাদার মিলিয়ে ১৭টি বিশ্ব খেতাবের মালিক সর্বকালের সেরা ইংল্যান্ডের মাইক রাসেলেরও এই কৃতিত্ব নেই। রাসেল গ্রান্ড ডাবল করেছেন দু'বার, আর ১৭টি খেতাবও পঙ্কজের করায়ত্ত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এখনও ৫/৬ বছর দাপিয়ে খেলবেন পঙ্কজ। ইতিমধ্যেই বাড়ির শোকেসে শোভা পাচ্ছে ১২ টি বিশ্ব খেতাব। তার সঙ্গে রয়েছে এশিয়ান গেমস সোনা। এত ট্রফি, সম্মান, পুরস্কার পেয়েও মাটির মানুষ পঙ্কজ। তাঁর সম্পর্কে যথার্থই মূল্যায়ন করেছেন আর এক প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন গীত শেঠী। লিউসে তৃতীয়বারের মতো গ্রান্ড ডাবল করার পর সাংবাদিকদের গীত বলেছেন পারিবারিক মূল্যবোধ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা পঙ্কজকে সহজ, সরল ও স্বচ্ছ জীবনাচরণে অভিনিবিষ্ট রেখেছে। বিশ্বের বড় বড় টুর্নামেন্ট জিতলেও, পঙ্কজ আডবানী তাই রয়ে যাবেন ঠিক পাশের বাড়ির ছেলেটির মতো।

পঙ্কজের আর একটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন স্বনামধন্য পূর্বসূরি। তিনি বলেছেন পঙ্কজ যে বিশেষ ধরনের চ্যাম্পিয়ন তা ওর হিমশীতল মস্তিষ্ক দেখলেই বোঝা যায়। মনের জোর, তীক্ষ্ণ মগজাস্ত্র পঙ্কজের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট। অবিশ্বাস্য সব কোন বেছে, স্নায়ু হিমশীতল রেখে শর্ট মারতে পারে। আর প্রতিটি ম্যাচেই থাকে অসম্ভব রকমের ফোকাসড। সাফল্যের জন্য জেদ, খিদে সেই ছোট বয়স থেকেই পঙ্কজকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাই ওর পক্ষে রাসেলের রেকর্ড ভেঙে নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে হাওয়াটা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়, অভিমত গীতের। তবে শোনা যাচ্ছে সামনের বছর শুধু স্নুকারেই মনোনিবেশ করবেন পঙ্কজ। স্নুকারেও দু'বার বিশ্বজয়ী হয়েছেন তিনি। তাই এই খেলাটায় স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় খেলে সামনের বছর আরো দু-একটি মুকুট পালকে সংযোজন করবেন পঙ্কজ, শুভানুধ্যায়ীরা সেই স্বপ্নে বিভোর।

তবে পঙ্কজ নিজে বিলিয়ার্ডকে স্নুকারের থেকে বেশি নম্বর দেন উৎকর্ষ ও কার্যকারিতার বিচারে। বিলিয়ার্ডসে সময় ও পয়েন্ট ভিত্তিক ফর্ম্যাটে বিশ্ব খেতাব জেতাটা অনেকটা ৫ দিনের টেস্টে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর কোনো এক পক্ষের জেতার মতো ব্যাপার। আর স্নুকার হলো টি-২০ টুর্নামেন্টের মতো। যাতে গুণগত উৎকর্ষ বা সার্বিক দক্ষতার চেয়েও বেশি লাগে ভাগ্যের সহায়তা এবং অবশ্যই কিছুটা ফাটকা। নিজেকে বিশ্বসেরাদের মঞ্চে ভালভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্যই স্নুকারকে টার্গেট করেছেন পঙ্কজ। বিলিয়ার্ডসের জন্য প্রয়োজনীয় সব গুণাগুণ পঙ্কজের মধ্যে এত বেশি মাত্রায় আছে যে স্নুকারে তা কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করে দেওয়াটা পঙ্কজ আডবানীর পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। তাঁর লক্ষ্য যে বিশ্বের সর্বকালের সেরা কিউ স্পোর্টস খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। ■

শব্দরূপ-৭২৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

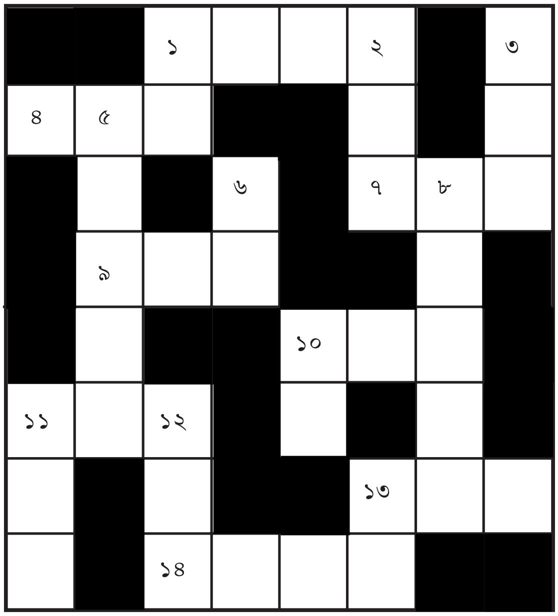

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. উমার পিত্রালয়ে আগমন বিষয়ক গীতি, ৪. পাঞ্জাবের নদী, আধুনিক বিয়াস, ৭. ঋষিবিশেষ, ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু, ৯. একহাতে মাথা অন্যহাতে পা-দুটি উপরদিকে উত্তোলন, ১০. পতি — গুরু, ১১. দ্বিপ্রহর, মধ্যাহ্ন বা মধ্যরাত্রি, ১৩. 'শিবরাত্রির —' (প্রবচনে), ১৪. নৃত্যগীতাদি নিপুণা স্ত্রী।

উপর-নীচ : ১. 'বড় — করে এসেছি গো', ২. 'ফুলের জলসায় — কেন কবি?' চুপ, ৩. বুড়ো আঙুল, ৫. নির্জল প্রদেশের একখানি বৃক্ষ যাহার পত্রমূলে জল সঞ্চিত থাকে, ৬. যজ্ঞে নিবেদ্য বস্তু; বামনরূপ বিষ্ণু-কর্তৃক বিজিত দৈত্যরাজ, ৮. কাঁচের সৌধ, ১০. লক্ষ্মী, কমলা, পূর্ববঙ্গের একটি নদী, ১১. কোপনস্বভাব মুনি বিশেষ, ১২. 'যে —, সেই ভক্ষক' (প্রবাদ), ১৩. দক্ষকন্যা, ভগবতী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭২৫

	ম	র	ম	র		শূ	দ্র
ব	ক		ম	সি		র্প	
দ	র			ক		ণ	
	ধ্ব		দ	বি	র	খা	স
বা	জ			ল	তি		তী
জী		কু					
	পু	ণ্ড	রী	কা	ক্ষ		বা
		ল		ন			স

সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

■ ৭২৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই
ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দাবৈরাগী ।। ৮

২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ৫ কোটি লোক উদ্বাস্তু হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ একটু সচেতন হলেই জলবায়ু প্রভাব মোকাবিলা করা সম্ভব। এছাড়া বিজ্ঞানীরা মত দিয়েছেন উন্নত বিশ্ব সচেতন হলেই আগামী একশো বছরের মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। তবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ৫ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আপিসিসি-র গবেষণা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে— জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের মতে, এই উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ-সহ উন্নয়নশীল দেশগুলো। আগামী একশো বছরের মধ্যে যদি তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বেড়ে যায় তাহলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও খাদ্য উৎপাদনের ওপর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে। তবে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই শতাব্দীতে বিশ্ব উষ্ণায়ন যেন ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে রাখা যায়। তাঁদের মতে, উন্নত বিশ্ব সচেতন হলেই এটা অর্জন করা সম্ভব। জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত বলেন, গত একশো বছরের বিশ্ব উষ্ণায়ন বেড়েছে ০.৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটা স্পষ্ট যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই বিশ্ব উষ্ণায়ন বেড়ে চলেছে। এখন যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া না হলে বর্তমান শতাব্দীতে তাপমাত্রা ৬ থেকে ৭ ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। তিনি জলবায়ু প্রভাব মোকাবিলায় এখনই কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রয়োজনে দেশের উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ আরও উঁচু করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। এছাড়া তিনি জলবায়ু-প্রভাব মোকাবিলা করতে সক্ষম এমন জাতের বিভিন্ন ফসলের জাত আবিষ্কারের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে বাংলাদেশে জলবায়ু প্রভাব মোকাবেলায় ২০০৯ সালে একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। আপিসিসি-র পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ হলে অ্যাকশন প্ল্যানের সঙ্গে তা সমন্বয় করা যাবে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন বা (অপিসিসি) সংক্রান্ত তিনটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট আগামী সেপ্টেম্বরে প্রকাশ করা হবে। তিনটি রিপোর্টের জলবায়ু পরিবর্তন উপশম (মিটিগেশ), প্রভাব, খাপ খাওয়ানো এবং ভৌত বিজ্ঞানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পঞ্চম রিপোর্ট প্রকাশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী উন্নত বিশ্ব। উন্নত বিশ্বের কার্বন নিঃসরণের কারণে নেপাল, ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার। এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে সোচ্চার হতে হবে। ■

রামসেতু থাকবে : গড়করী

সংবাদদাতা ॥ সেতুসমুদ্রম্ পরিযোজনায় রামসেতু ধ্বংস করা যাবে না— কেন্দ্রীয় সড়ক ও বন্দর পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করী জোরের সঙ্গে একথা বলেন। একথার সঙ্গে সঙ্গেই রামসেতু ধ্বংসের সমস্ত অভিসন্ধি স্তব্ধ হয়ে গেছে। গত ৪ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করী উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বলেন— কোনো অবস্থাতেই রামসেতুর ক্ষতি বরদাস্ত করা হবে না। বিভিন্ন বিকল্প পথে সরকার এই যোজনাকে কার্যকর করবে। পরিবেশের যাতে কোনোরকম ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারেও সরকার লক্ষ্য রাখবে। উল্লেখ্য, তামিলনাডু সরকার শুরু থেকে সেতুসমুদ্রম্ যোজনার বিপক্ষে ছিল। কেননা এর ফলে উপকূলবর্তী মৎস্যজীবীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ■

পাকিস্তানি নাগরিকদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় গোধরা পুলিশ উদ্বিগ্ন

সংবাদদাতা ॥ বেশি সংখ্যায় পাকিস্তানি পর্যটকের ভিসার আবেদনে গুজরাটের গোধরা পুলিশ রীতিমতো উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যে এযাবৎ ১৮০৩ জন পাকিস্তানি নাগরিক গোধরার সেই রেলস্টেশন দর্শন করেছে, ২০০২ সালে যেখানে ৫৬ জন করসেবককে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। পাকিস্তানি পর্যটকদের স্বল্পকালীন ভিসায় গোধরায় আসার সংখ্যাটা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও (৮৭৭) বেশি এবং ২০০২-এর তুলনায় ১৮ গুণ (১০৫) বেড়েছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে গোধরায় পুলিশ সুপার রাঘবেন্দ্র বাস্তা জানান— আমরা সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সি ব্যুরোকে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করছি এবং বিদেশ মন্ত্রকের নজরেও বিষয়টি এনেছি। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
24 November - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা